জামাই-বারিক।

প্রহসন।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর
প্রণীত।

"Of all the blessings on earth the best is a good wife ;
A bad one is the bitterest curse of human life."

সপ্তম সংস্করণ।

গ্রন্থকারের পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা :
১১৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ক্রাইটিরিয়ণ প্রেসে
শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত।
সন ১৩০৪।

উৎসর্গ

সদ্‌গুণরাশি

শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী বসু

সদুদারচরিতেষু

ভ্রাতৃস্নেহভাজন রাসবিহারি,

তুমি যে যে প্রদেশে অবস্থান করিয়াছ, সকলেরি অল্প অল্প বৃত্তান্ত তোমার লিপিসমূহে প্রাপ্ত হইয়াছি। সেগুলিন এমনি মধুর, একবার পাঠ করিলেই কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। যদিও আমি অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, তোমাকে কিন্তু কখন কোন স্থানের ইতিবৃত্ত দিই নাই;—ইতিবৃত্ত দূরে থাক্, তোমার সমুদায় লিপির উত্তর দিয়াছি কি না সন্দেহ। বহুকালের পর তোমাকে একটী অপূর্ব্ব স্থানের ইতিবৃত্ত দিতে সক্ষম হইলাম; সে স্থানের নাম "জামাই বারিক" ইতি

অভিন্নহৃদয়

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ।

বিজয়বল্লভ, জমিদার।

অক্ষয়কুমার, বিজয়বল্লভের জামাতা।

পদ্মলোচন, অভয়কুমারের প্রতিবেশী।

মাধব বৈরাগী, আশ্রমধারী বৈষ্ণব।

পারিষদ্‌গণ, ঘটক, চোর, জামাইগণ।

নারীগণ।

কামিনী, বিজয়বল্লভের কন্যা এবং অভয়কুমারের স্ত্রী।

ভবী ময়রাণী, কামিনীর প্রতিবেশিনী।

হাবার মা, পাঁচি } বিজয়য়বল্লভের পরিচারিকাদ্বয়।

বগলা, বিন্দুবাসিনী } পদ্মলোচনের স্ত্রীদ্বয়।

দাসীগণ, বৈষ্ণবীগণ।

জামাই-বারিক।

প্রহসন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কেশবপুর—বিজয়বল্লভের বৈটকখানা।

বিজয়বল্লভ, ঘটক এবং পারিষদ-চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

বিজ। (গদিতে উপবেশনানন্তর) তবে ও সম্বন্ধ ছেড়ে দিতে হল।

ঘট। এমন পাত্র কিন্তু আর মিল্‌বে না ; দেখ্‌তে কার্ত্তিকটী, লেখা-পড়ায় যত দূর ভাল হতে হয়, বয়স্ কম বলে এ বারে এন্‌ট্রান্স পাশ কর্‌তে খ্যায় নি।

প্র, পারি। প্রতিবন্ধকতা কি ?

বিজ। আমি আন্থিরস কত্তে চাই,—একটী কুলীনের মেয়ের সঙ্গে ছেলেটির বিয়ে দিয়ে তার পরে পৌত্রীটী সম্প্রদান করি ; তা ছেলেটা তুই বিয়ে কত্তে চায় না।

দ্বি, পারি। ছেলের বাপের মত্ কি ?

বিজ। এ কালে ছেলে কি বাপ্‌কে মানে ? বাপের নিতান্ত ইচ্ছা আমার সঙ্গে এ ক্রিয়া করেন ; কিন্তু ছেলে বাপের নয়, কোন মতে তুই বিয়ে কর্‌তে স্বীকার হয় না।

ঘট। যে কাল দিন পড়েচে, আন্থরস প্রায় উঠে গেল।—রামকানাই বাবু পুত্রের প্রথম স্ত্রী থাকা সত্ত্বে ধনের লোভে বড় মানুষের মেয়ের সঙ্গে তার আবার বিয়ে দিয়েচেন ; সে জন্যে কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না ; ভদ্রসমাজে তাঁর হুঁকো বন্দ।

তৃ, পারি। তিনি না কালেজ-আউট।

ঘট। তা নইলে তাঁকে কে নিন্দে করত? তাঁর বন্ধুরা বলে "রামকানাই এক কামড়ে তিনটী মাথা খেলে।"

চ, পারি। কার কার?

ঘট। পুত্রের, পুত্রের প্রথম স্ত্রীর, আর বড় মানুষের মেয়ের।

বিজ। এ বংশে আদ্যিরস ভিন্ন একটীও মেয়ের বিয়ে হয় নি। আমি সুপাত্রের অনুরোধে কুলাঙ্গার হব? ও সম্বন্ধ বিসর্জ্জন দাও।

ঘট। তবে জঙ্গলবেড়ের কঁুচিল বাবুর ছেলের সঙ্গেই সম্বন্ধ স্থির করা যাক্।

বিজ। সুতরাং।

প্র, পারি। ছেলেটী কেমন?

ঘট। কৃষ্ণবর্ণ কটা চুল; কূপ বলে হয় ভুল
সুগোল গভীর আঁখিদ্বয়;
কিবা শোভা নাসিকার, যেন কূর্ম্ম-অবতার;
কপোল-যুগল লৌহময়;
ঠোঁট হেরে সারে শোক, যেন দুটী মোটা জোঁক,
অবশ রুধির করে পান;
অতি লম্বা পদ দুটী, যেন গরানের খুঁটী,
কেটে মাটি করে খান খান;
বসনে বিষম আটা, কভু রজকের পাটা
আজন্ম করেনি পরশন;
রাখাল-রাজের ভাব, কাটেন গরুর জাব,
ধেনু লয়ে গোষ্ঠে গোচারণ;
গেঁটে কল্‌কে হাতে নিয়ে, ঘুঁটের আগুণ দিয়ে,
খর্সান তামাক সেজে খায়;
লেখা পড়া হড়াপোড়া, কিন্তু কুলীনের গোড়া,
কুললক্ষ্মী অন্ধ করুণায়।

বিজ। তুমি শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশেচ, তাই কুলীনের ছেলের এত নিন্দা কচ্চ; ছেলেদের ইচ্ছা ভাল পাত্রটীর সঙ্গে বিবাহ হয়, তুমি তাদের সঙ্গে একমত হয়েচ।

ঘট। আমার মতামত কি, আমাকে যেমন অনুমতি করবেন আমি তেমনি করব; তবে স্বরূপ-বর্ণনা না করলে আমাকে পরিণামে দোষ দিতে পারেন।

দ্বি, পারি। ছেলেটীকে জামাই-বারিকে এনে ফেল্‌তে পাল্লে পাঁচ দিনে সংশোধন হবে; আপনি জামাইদিগের উন্নতির অনেক উপায় করেচেন।

পদ্মলোচনের প্রবেশ।

বিজ। আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

পদ্ম। বস্‌তে আজ্ঞা হয়।

বিজ। অভয় কুমার রাগ করে বাড়ী গিয়েচে, আমি তিন চার বার লোক পাঠালেম, তা কোন মতেই এল না; শুনচি সে মহাশয়ের বড় অনুগত; আপনি অনুগ্রহ করে অভয়কে বুঝিয়ে এখানে পাঠিয়ে দেবেন।

পদ্ম। সে জন্য আপনাকে অধিক বল্‌তে হবে না, আমি বাড়ী গিয়েই অভয়কে পাঠিয়ে দেব।

বিজ। আমি জামাইদের যেমন যত্ন করি, তা এঁরা সকলি জানেন। অভয় কিছু অভিমানী, একটু ত্রুটি হলেই বাড়ী যায়। আমি প্রত্যেক মেয়েকে এক একটী জমিদারী লিখে দিইচি।

ঘট। আপনি জঙ্গলবেড়ের কুঁচিল বাবুকে জানেন?

পদ্ম। তিনি কুলীনচূড়ামণি।

তৃ, পারি। তাঁর ব্যবসা কি?

পদ্ম। ছেলে মেয়ে বিক্রি করা। তাঁর সন্তানগুলিন খুব দরে বিক্রি হয়; তাঁর পিলে-রোগা গন্না-কাটা কালপ্যাঁচা মেয়েটা দেড় হাজার টাকায় হাইষ্ট বিডারে বিক্রয় হয়েচে।

চ, পারি। তাঁর ছেলেটী কেমন?

পদ্ম। ভগ্নীর ভাই।

চ, পারি। লেখা পড়ায় কেমন?

পদ্ম। আমি তাকে এক দিন জিজ্ঞাসা কর্‌লেম "তোমরা কয় ভাই?" সে বল্লে "তিন ভাই"; আমি বল্লেম "কে কে?" সে বল্লে "আমি, কালা কাকা, আর ভগ্নীপিসি।" লেখা পড়ায় কেটে জোড়া দেন।

বিজ। তোমরা আবার ও কথা তুল্লে কেন? পদ্মলোচন বাবু এয়েচেন, ওঁর সঙ্গে সদালাপ করা যাক্‌।

পদ্ম। আপনার এখানে সদালাপের শিবরাত্রি।

বিজ। কেন মহাশয় ?

পদ্ম। আপনি যুবরাজ অঙ্গদের ন্যায় লাঙ্গুল পাকিয়ে উচ্চ গদি প্রস্তুত করে উপরে বসে রইলেন, আর আমি নলডেঙ্গার নায়েবের মত নীচেয় বসে নিকেস দিচ্চি।

প্র, পারি। আপনি ক্রোরপতি ভূস্বামীকে এমন কথা বলেন ?

পদ্ম। আমি ত আপনার মত ভাঁড় হাতে করে আসি নি যে উচিত কথা বল্‌তে সঙ্কুচিত হব।

প্র, পারি। জমিদারদিগের উচ্চ আসন পরমেশ্বর-দত্ত।

পদ্ম। আজ্ঞা না আপনার ভুল হচ্চে ; কার দত্ত আপনি জানেন না।

প্র, পাঁরি। কার দত্ত ?

পদ্ম। হনুমানের হৃদয়বিহারী-দাশরথি-দত্ত।

ঘট। মহাশয়, আপনার ভাব বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

পদ্ম। যুবরাজ অঙ্গদ রাবণের সভায় লেজ পাকিয়ে উচ্চ আসন করে বসে সভাস্থ লোকদিগের অপমান করিয়াছেন রামচন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে বল্লেন "যুবরাজ, বর নাও" ; যুবরাজ অঙ্গদ বল্লেন "প্রভু এই বর দেন, যেন আমার লাঙ্গুল-পাকান উচ্চ আসনখানি পৃথিবীতে প্রচলিত থাকে।" রামচন্দ্র বল্লেন, "হে বীরশ্রেষ্ঠ বালিরাজাত্মজ, তোমার প্রার্থনা অবশ্য ফলবতী হইবে ; তোমার প্রকাণ্ড শরীর তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে কলিযুগে তিনটী অবতার হবে, সেই তিন মহাত্মা তোমার লেজ বিনির্ম্মিত আসন প্রচলিত রাখ্‌বেন।"

ঘট। কোন্ খণ্ডে কোন্ অবতার হল ?

পদ্ম। মুখে মুর্খ জমিদার ; পেটে সোয়ালচুরির সদরআলা ; লেজে সুকতলার ডেপুটি বাবু।

দ্বি, পারি। সুকতলাটী কি ?

পদ্ম। অনুরোধমিশ্রিত খোসামোদ।

ঘট। মুর্খ জমিদারে বানরের মুখের চিহ্ন কি ?

পদ্ম। মুখ খিচোয়।

ঘট। সোয়ালচুরির সদরআলায় বানরের পেট কই ?

পদ্ম। এজলাসে উৎকোচ আহার করেন।

ঘট। সুকতলার ডেপুটি বাবুতে বানরের লেজের লক্ষণ কি ?

পদ্ম। শতমুখীতেও সোজা করা যায় না।

তৃ, পারি। ডেপুটি বাবু কোথায় কর্ম্ম করেন?

পদ্ম। কিস্কিন্ধ্যাবাদে।

ঘট। বিচারে কেমন?

পদ্ম। ছয় কেটে দুই।

ঘট। সে কি মহাশয়?

পদ্ম। ডেপুটি বাবু এক দিন একজন আসামীকে ছয় মাস মেয়াদ দিলেন, বাসায় এসে সেরেস্তাদার মহাশয়ের কাছে জান্‌লেন এমন অপরাধে দুই মাসের অধিক মেয়াদ হয় না, পর দিন কাছারি এসে ছয় কেটে দুই কল্লেন।

ঘট। ডেপুটি বাবু কি সেরেস্তাদারের বশীভূত?

পদ্ম। সেরেস্তাদার ডেপুটি বাবুর ব্ল্যাকষ্টোন।

ঘট। কলমের জোর কেমন?

পদ্ম। প্রায় বকলমে কাজ চলে।

তৃ, পারি। রিপোর্ট লিখিতে হলে কি করেন?

পদ্ম। কাগজ বগলে করে বন্ধুগণের শরণ লন।

ঘট। ডেপুটি বাবু না কি বড় রসিক?

পদ্ম। রেপ্‌কেসগুলিন বাবুর একচেটে; মেয়ে সাক্ষীর জবানবন্দি বাসায়বসে।

ঘট। ডেপুটি বাবু সভ্য কেমন?

পদ্ম। সভ্যতার মধ্যে দেখ্‌তে পাই যুবরাজ অঙ্গদের মত বৈটকখানায় ঠ্যাং উঁচু করে লাঙ্গুল-পাকান উচ্চ গদিতে বসে থাকেন, ভদ্রলোক এসে বিরক্ত হয়ে উঠে যায়।

ঘট। বোধ হয়, বাবুজি মানের গৌরবে যুবরাজ অঙ্গদের মত ব্যবহার করেন।

পদ্ম। মান ত মানকচু, বন্য শূকরের দন্তে বিদারিত। বাবুর মান গুঁতোয় গুঁতোয় থেঁতো হয়ে গেচে।

চ, পারি। কিসের গুঁতো?

পদ্ম। একের নম্বর গুঁতো মেজেষ্টরের; দুয়ের নম্বর গুঁতো সেসান জজের; তিনের নম্বর গুঁতো হাইকোর্টের; চারের নম্বর গুঁতো গবর্ণমেণ্টের; পাঁচের নম্বর গুঁতো বেনামী দরখাস্তের। গুঁতাং পঞ্চ উপর্য্যুপরি।

ঘট। বোধ করি, সেই জন্যে বাসায় এসে উচ্চ গদিতে আড় হয়ে পড়েন, ভদ্রলোক এলে গাত্রবেদনায় উঠ্‌তে পারেন না।

পদ্ম। সে জন্যে নয়।

ঘট। তবে কেন গদি ছেড়ে উঠেন না ?

পদ্ম। পাছে লাঙ্গুল বেরিয়ে পড়ে।

ঘট। আপনার কলিকাতায় যাতায়াত আছে ?

পদ্ম। বারেক দুবার গিয়েছিলেম।

ঘট। সেখানকার বাবুরা কেমন ?

পদ্ম। কলিকাতা রত্নাকর বিশেষ ; কোন কোন স্থল অমৃতে পরিপূর্ণ, কোন কোন স্থল বিষময়।

ঘট। কোন্ অংশটী বিষময় ?

পদ্ম। যে অংশে খোঁড়া বাবুদের বাস।

ঘট। খোঁড়া বাবুরা কারা ?

পদ্ম। যাঁরা লাঙ্গুল অবতারের মত উচ্চ আসনে উপবেশন করেন, ভদ্রলোক নিকটে গেলে সম্মান করিতে কৃপণতা করেন না, বিদায় দেওয়ার সময় আবার আস্‌তে আহ্বান করেন, কিন্তু প্রতিদর্শনের সময়, অর্থাৎ ভিজিট্ রিটারণের কাল উপস্থিত হলে, খোঁড়া হন।

ঘট। তাঁরা কি বারমেসে খোঁড়া ?

পদ্ম। আজ্ঞে না, কারণ তাঁরা বিলাস কাননে যাবার সময় চতুষ্পদ হন।

বিজ। (গদি হইতে অবতরণপূর্ব্বক পদ্মলোচনের নিকটে বসিয়া) পদ্মলোচন বাবু আমাকে বড় অপ্রতিভ কল্লেন, তা আপনিও ত বৈটকখানায় গদিতে বসেন।

পদ্ম। কিন্তু উপযুক্ত লোক এলে তাঁকে গদিতে নিয়ে বসি, যদি অধিক লোক হয় তাঁদের সঙ্গে নীচেয় বসি।

বিজ। মহাশয় অসভ্যতা মার্জ্জনা করবেন।

পদ্ম। ধনী লোকের নম্রতা বড়ই মনোহর।

বিজ। যদি অনুমতি করেন আপনাকে বাগানে নিয়ে যাই।

পদ্ম। আমি আপনার নিতান্ত অনুগত।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কেশবপুর—কামিনীর শয়নঘর।

একদিকে কামিনী, অপরদিকে ভবী ময়রাণীর প্রবেশ।

কামি। এ কি ভাগ্গি, ময়রা দিদির আগমন; আজ্ সকালে কার মুখ দেখেছিলেম, তার মুখ রোজ্ দেখ্‌ব লো; কোন্ ঘাটে মুখ ধুয়েছিলেম, সেই ঘাটে রোজ যাব লো। তুমি বেঁচে; আমি বলি ময়রা বুড়ো রাঁড় হয়েচে।

ভবী। কামিনি, নাতিনি, সতিনী আমার তুই,
তোর ঠাকুরদাদায় রেখে মাঝে তিন জনাতে
এক বিছানায় শুই।—

কামি। মরণ আর কি, কত সাদি যায়।

ভবী। একবার দেখি, বুড়ো তোকে ন্যায় কি আমায় ন্যায়।

কামি। মুড়্‌কিমুখী ময়রা দিদি, নবীন বয়েস তোর,
ছোট্টো মাজা, নিরেট বাঁজা, বড় কপাল-জোর।
তোকে ছেড়ে কি আমায় নেবে?

ভবী। নিলেও নিতে পারে।

কামি। কেন লো?

ভবী। ভাতার যে তোর মনে ধরে নি।

কামি। তা বলে ত আর আমি বিয়ে করি নি।

ভবী। পথ থাক্‌লে কর্‌তিস্।

কামি। না থাক্‌লেও কর্‌ব।

ভবী। কাকে লো?

কামি। যমকে।

ভবী। অমন কথা বলিস্ নে।

কামি। যাই, মেজদিদির পাশে যাই, হাড়্‌টা জুড়ুক।

ভবী। মেজদিদি মল কেন? বল্ না ভাই।

কামি। 'বড় ঘরের বড় কথা, বল্লে কাটা যায় মাতা'। মেজো জামাই বড় মদ খেত, বাবা তারে বাড়ীতে আস্‌তে বারণ করেছিলেন, এক দিন দরোয়ান দিয়ে বার্ করে দিছিলেন; মেজদিদির চক্ দিয়ে টস্ টস্

করে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল ; নাওয়া খাওয়া ত্যাগ করে সমস্ত দিন কাঁদ্‌লেন। —কেনই বা কাঁদ্‌লেন ; একে ঘরজামায়ে, তাতে মাতাল, থাক্‌লেই বা কি আর গেলেই বা কি ; আমরাও কি কাঁদি নে, কাঁদি, যদি ভাতারের মত ভাতার হয়,—

ভবী। তার পর ?

কামি। মেজদিদি বাবার কাছে গিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লেন "বাবা, আমায় একখানি ছোট বাড়ী করে দেন, আমি ওকে নিয়ে সেখানে থাকি ; চাকরে তারে অপমান করে আমার প্রাণে সহ্য হয় না।"

ভবী। বাবা কি বল্লেন ?

কামি। বাবা বল্লেন "বিধবা হয়ে মেয়ে যেমন বাবের বাড়ী থাকে তুমি তেমনি থাক, ভাব সে মরে গিয়েছে।"—পোড়া কপাল আর কি, বাপের মুখে কথা দেখ। যখন মেজদিদি তার ভাতারকে ভালবাসে তখন সে মন্দ হক্ ছন্দ হক্, মাতাল হক্ গুলিখোর হক্, তার কাছে তাকে দেওয়াই ভাল।

ভবী। আহা মেজদিদি মনে বড় ব্যথা পেলে, না ?

কামি। ব্যথা পেলে, ব্যথা নিবারণও কল্লে,—রাত্তিরটা পোহাল ; সকালে দোর খুলে দেখি মেজদিদি গলায় খুর দিয়ে মরে রয়েচে, রক্ত ঢেউ খেল্‌চে।—বেঁচেচে, ঘরজামায়ের হাত এড়িয়েচে।

ভবী। বড় ডামাডোল হল ?

কামি। হল না ? বাবার হাতে দড়ি পড়ে পড়ে ; কত লোক কত কথা বল্‌তে লাগ্‌ল ;—কেউ বলে, বেরিয়ে যাচ্ছিল, বাবা তাই কেটে ফেলেচেন, কেউ বলে চাকরের সঙ্গে, জামাই বাবু তাই খুন করেচেন। যে যা বলুক সে সব কথা মিছে, সতী লক্ষীর দোষ দেব না ; আমি যা বল্‌চি তাই সত্যি, সে আপনার দুঃখে আপনি মল।

ভবী। জামাই বাবু আর অসেন নি ?

কামি। ঘরজামায়ে আর থানার চাপরাসী সমান, চাপরাস যদ্দিন মান তদ্দিন, চাপরাস গেল মান ফুরাল।—চাপরাস হারিয়ে জামাই বাবু দেশে দেশে ভেসে বেড়াচ্চেন।

ভবী। তোর ভাতারকে যদি তাড়িয়ে দেয়,—

কামি। ওলাবিবির পূজ দিই।

ভবী। তা আর দিতে হয় না,—

কামি। যে দোষে তাড়িয়ে দেয় এর সে দোষ নাই, মদ খায় না।—গুলি খাও গাঁজা খাও, বেড়াতে চেড়াতে যাও বাবা তাতে কথাটী কন না; মদ খেলে, যমের বাড়ী গেলে। তবু মেজ্‌দিদি মরে কড়াকড় অনেক কমেচে; এখন দাদারাও একটু একটু খান।

ভবী। ভাব যেন নাতজামাইকে চাকররা তাড়িয়ে দিলে; তুই তা হলে কি করিস্?

কামি। কাঁদি, কিন্তু মরি নে।

ভবী। কাঁদিস্ কেন?

কামি। আমার জিনিস আমি মারি, কাটি, বকি ঝকি, তাতে এসে যায় না, কিন্তু পরে কিছু বল্লে আমার মনে বাজে, হয় ত তাইতে কাঁদি।

ভবী। মরিস্ নে কেন?

কামি। শুধু শুধু মরতে যাব কেন লো; এক দিন তাড়ালে বলে কি রোজ তাড়াবে। ঘরজামায়ের মান আর অপমান; ঘরজামায়ের গা, না গণ্ডারের গা, মারলে দাগ চড়ে না; তাদের মন লোহার গঠন, অপমানের হুল বেঁধে না, বরং ভোঁতা হয়ে যায়।

ভবী। আমার বোধ হয়, একটু ভারিক্কি হলে তোর ভাতারকে তুই ভালবাস্‌বি।

কামি। চুলোর দোরে না গেলে ত নয়।

ভবী। নাতজামাই নাকি বড় রাগ করে গেচে, আর নাকি আসবে না?

কামি। ঘরজামায়ে পোড়ার মুখ,
মরা বাঁচা সমান সুখ।

আসে আসবে না আসে না আস্‌বে, আমার তায় কি?

হাবার মার প্রবেশ।

ভবী। তোর না ত কি আমার, না এই হাবার মার?

কামি। হাবার মার, মাইরি ময়রা দিদি, তোর মাতা খাই; এক রাত্ এক বিছানায়ে বাস হয়ে গিয়েচে। হাবার মার ঐ ত রূপ;—দাঁতগুলি পড়ে উঠ্‌চে, চক্ষের কোণে ক্ষীরোদমন্থন, চুল শণের নুড়ি, নারিকেলের তেলে জব জবে, নিকি মরে পচা গন্ধ; উতিই আমার নটবর হাবু ডুবু।

হাবা। জামাই বাবুকে আন্‌তে গেল,—

কামি। আমায় নিয়ে চুলোয় চল।

হাবা। আ মরি কথার শ্রী দেখ!—কামিনী তোরে কেমন কেমন দেখ্‌চি,—

কামি। কার সঙ্গে লো? আমার আঁধার মাণিক তোর হয়েচে; হাবার বাবার সঙ্গে দেখ্‌লি না কি?

ভবী। তোর যে মুখ, হাবার বাবার বাবা হার্ মেনে যায়।

হাবা। এ বার এলে গ্যাদা করে হতচ্ছেদ্দা করিস্ নে।—ছোট নোক হক্, গুলি খাক্, তোর্ ভাতারত বটে, ফুল ফেলে ত মেরেচে। স্বামী গুরুনোক, তারে কি বার করে দিয়ে দোর দিতে আছে, বলে

'স্বামী আমার গুরুজন,
এক রাজার নয় সাত রাজার ধন।'

কামি। হাবার মা, তুই আর জ্বালাস্‌নে ভাই, ময়রাদিদি এয়েচে, দুটো মনের কথা কই; তোমার কথকতা কত্তে ইচ্ছে হয়, বেদিতে গিয়ে বসো।

হাবা। হ্যাঁলা কামিনি, ভুই আমারে বাঁদী বল্লি তোরে হতে দেখিচি, কোলে পিটে করে মানুষ করিচি, তুই বুড়ো ধাড়ী নেংটা হয়ে বেড়াতিস্, সাপের ভয় দেখিয়ে তোরে কাপড় পরতে শিখিয়েচি; তুই আজ এত বড় হলি, আমারে বাঁদী বল্লি; যাই দিকি গিন্নীর কাছে।

কামি। হাবার মা, তুই বড্ড হাবা, আমি বল্লেম "বেদি", বাঁদী নয়।

ভবী। সত্যি রে হাবার মা, কামিনী তোকে বাঁদী বলে নি,—

কামি। মাইরি হাবার মা, আমি তোরে মন্দ কথা বলি নি, রাগ করিস্‌নে আমার মাথা খাস,—

হাবা। বালাই, তোর মাথা কি আমি খেতে পারি। তোর ভাতার রাগ করে গেচে, আমি ধড়্‌ফড়্ করে মরচি।

কামি। তোমার সঙ্গে কি না নূতন প্রেম!—আহা জামাইবাবু এখানে নাই, হাবার মার বিছানাটী ফাঁৎ ফাঁৎ কচ্চে।

ভবী। ও হাবার মা, নাত্‌জামাই তোর বিছানায় গিয়েছিল কেমন করে?

হাবা। দেখে যা পাড়ার লোক চোরের দাগাদারি,
যে ঘরেতে রাঙ্গা বউ, সেই ঘরেতে চুরি।
দেখে যা চোরের দাগাদারি। [নৃত্য।

ভবী! আ মরণ, নাচেন যে!

হাবা। নাচ্‌ব না ত কি,
আমি কি ভেসে এসেচি;
কাল সকালে কেলে সোণার কোলে বসিচি। [নৃত্য।

কামি। পোড়ারমুখ, যেমন ঝগড়া কত্তে, তেমনি আমোদ কত্তে। এত বুড়ি, তবু রসের ডোবা।

ভবী। হাবার মা, নাত্‌জামায়ের সঙ্গে কেমন নূতন পীরিত কল্লি বল্ না?

হাবা। আমার সঙ্গে পীরিত করা,
জামাই বাবুকে প্রাণে মারা।

কামি। সে যে তোমার নয়নতারা।

হাবা। তা ত তুমিই করে দিয়েচ। শুনিচি কুচবেহারে মাগ ভাড়া দেয়; বড় মানুসের মেয়েরা ভাতার ভাড়া দেয়।

কামি। তোর কাছে আমার এক রেতের ভাড়া পাওনা, জান্‌লি।

হাবা। তোর রাত্ কত করে?

কামি। কুলীন বাবুদের ফাটা পা।

ভবী। আমি কথাটী পাড়ি, আর কামিনী উড়িয়ে দেয়।—হাবার মা, নতুন পীরিতের কথা বল্।

কামি। কেমন করে আমার সতীন হলি তাই বল্।

হাবা। 'ময়না ময়না ময়না,
সতীন যেন হয় না।'

কামি। মাচি, মাচি, মাচি,
সতীন হলে বাঁচি।

হাবা। আমার মত সতীন হলে বটে; ময়রাদিদির মত সতীন ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ, ভাতার শালা পাঁটা-ছেঁড়াছিড়ি হয়।

কামি। ময়রাদিদি ন্যাজের দিকে।

ভবী। তা হলে আমি গিচি। তুমি কামদেবের বরার-কাটা কামার; মুড়ির সঙ্গে যা থাকে তা কামারের; তুমি এমনি কোপ করবে, মুড়ির সঙ্গে সব ভাতারটুক্ কেটে নেবে।

হাবা। তোমার হাতে থাকবে কি?

ভবী। ভাতারের ন্যাজটী।

কামি। ময়রাদিদি, তুই ভয় করিস্ কেন ; হাবার মারে জিজ্ঞাসা কর, ওকে আস্ত দিয়েছিলেম।

ভবী। ওকে দেবার আটক কি, ও ত কাটে না, কেবল পাতা খাওয়ায়।

হাবা। মাইরি দিদি আমি কিছু খাওয়াই নি ; দুকুর রেতে কোথায় কি পাব বোন ; বাছা চুপ্‌টি করে শুয়েছিল।

ভবী। কামিনীর ঘরে কে ছিল ?

কামি। ময়রা বুড়ো।

ভবী। ময়রা বুড়ো তোর বড় মনে ধরেচে।

কামি। অদন্তের হাসি, বড় ভালবাসি।—বুড়োর তুই বুক-পোরা ধন ; এক খোলা সন্দেশ, টাটকাগড়া, গরম, গরম। বুড়োর মাতায় টাক পড়েচে বটে, কিন্তু বয়সে নয়, কেবল তোমায় বয়ে বয়ে ; তুমি জল বল্লে সর্‌বোৎ দেয়, ভাত বল্লে পায়েস, মাচ বল্লে মাকাল ঠাকুর।

'দোজ্‌বরে ভাতারের মাগ
চতুর্দ্দশীর চন্দ শাগ।'

ভবী। তুইও ত দোজ্‌বরের মাগ।

কামি। আদ্যিরসের দোজ্‌বরে
চিরকাল্‌টা জ্বালিয়ে মারে।

ভবী। তাইতে দিলি হাবার মারে।

হাবা। আহা! রাত্ পর দুয়ের সময়, লোকজন সব শুয়েচে, মাজের দরজায় চাবি পড়েচে, বাছারে ঘর থেকে বার্ করে দিয়ে খিল দিলে ; ও কি সামান্যি ; ওর মত কল্লা মেয়ে বাপের কালে দেখি নি। দশটা পাঁচটা নয়, একটা ভাতার, তার এই খর, ছিক্ লো ছি !

কামি। ভ্যাদা ভেবে ভাতার ভেজেচি।

ভবী। তারপর ?

হাবা। বাছা কত বল্লে "কামিনি, দোর খোল, কামিনি, দোর খোল, আমার মাতা খাও, দোর খোল"।—'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী' ;—কামিনী ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঘুম—

কামি। ঘুমব কেন, আমি দোরের কাছে দাঁড়িয়ে।

হাবা। বাছা ডাকাডাকি করে হাল্লাক, দোরে ঘা দিতে পারে না, পাছে বড়বাবু জেগে ওঠেন ; কি করে কতক্ষণ দোর ধরে কাঁদতে লাগ্‌ল,—

কামি। দূর পোড়াকপালি মিথ্যাবাদি, সে কাঁদ্‌বের ধন, আমাকে কত গাল্ দিতে লাগ্‌ল; যদি কাঁদ্‌ত, আমি তখনি দোর খুলে দিতেম।—'বিষের সঙ্গে খোঁজ নাই কুলোপানা চক্কোর'; কথায় কথায় তেঁজ, ঘরজামায়ে তেঁজী হয় কে কোথায় দেখেচে।

হাবা। বাছা জোয়ারের এর মত দোরে দোরে ভেসে বেড়াতে লাগ্‌ল,—

ভবী। তার পর বুঝি তোমার কোথায় উঠ্‌লেন?

হাবা। আমার কি বিছানা আছে না শেষ আছে;—একখানি ভাঙ্গা তক্তাপোষ, তার ওপর ছেঁড়া কাঁথাখান পাতা, বালিশটে ময়লা, ওয়াড় দিতে পারি নি,—

কামি। তাতে আবার তোমার গোটানালে রাত্‌দিন রসবতী।

হাবা। সাঁজের বেলা পাঁচি ছোটবাবুর পেটরোগা ছেলেডারে সেই বিছানায় বসিয়েছিল; শোবার সময় গিয়ে দেখি আমার মুণ্ডপাত করে গিয়েচে; কি করি, বুড়ো হাবড়া মানুষ, রেতে চকে দেখ্‌তে পাইনে; পাঁচি আবাগী জামাই-বারিকে রামরাবণের যুদ্ধ কচ্চে; ভয়ে ভয়ে বিছানার একপাশে শুয়ে পড়্‌লেম।

কামি। ভাব্‌তে লাগ্‌লে কেলেসোণা কখন কুঞ্জে আগমন করবেন—

হাবা। চকের পাতা না বুজ্‌তে বুজ্‌তে কামিনীর ঘরে গোলমাল,—

কামি। ময়রা বুড়ো ধরা পড়েচে।

হাবা। বাছা আমার ঘরে দাঁড়িয়ে ভাব্‌তে নাগ্‌ল, ঘুমে ঢুলে পড়্‌চে, আমার বিছানায় শোবার উয্যুগ। আমি দেখ্‌লেম মুণ্ডুপাতে বাছার বুঝি মুণ্ডুপাত হয়; বল্লেম "জামাই বাবু, মুণ্ডুপাত বাঁচিয়ে পাশঘেঁসে শুয়ে থাক"; জামাই বাবু তাই কল্লেন।

কামি। এক পাশে হাবার মা, এক পাশে জামাই বাবু, মাজখানেতে কে?

হাবা। মাজখানেতে আমার মুণ্ডুপাত।

ভবী। ঘুমের ঘোরে তোর গায় নাকি হাত দিয়ে ছিল?

হাবা। মুণ্ডুপাত আড়াল ছিল।

ভবী। তার পর সকাল বেলা?

কামি। নিশি অবসানে দেখলেন কেলে সোণা কোল থেকে চুরি গিয়েচে।

হাবা। সকাল বেলা উঠে শুনি, জামাই বাবু রাগ করে বাড়ী গিয়েচে। তখনি লোক গেল, ফির্‌ল না।—আবার আজ্ লোক গিয়েচে।

প্রস্থান।

ভবী। এবারে আস্‌বে?

কামি। আগুণে টেনে আন্‌বে।

ভবী। কিসের আগুণ?

কামি। জঠরের।

ভবী। ঘর থেকে বার করে দিছিলি কেন?

কামি। একটা তুচ্ছ কথা নিয়ে ঝকৃড়া হয়েছিল,—

ভবী। পীরিতের ঝকৃড়া?

কামি। প্রেতের ঝকৃড়া।

ভবী। কথাটা কি?

কামি। আমি ভাই আঁধার ঘরে শুতে পারিনে; প্রদীপটে নেবে নেবে; বল্লেম্ প্রদীপটেয় তেল দাও, সে বল্লে তুমি দাও; আবার বল্লেম আমি আরাম করে শুইচি তুমি গিয়ে তেল দিয়ে এস; সে বল্লে আমি বুঝি দৌড়ে বেড়াচ্চি, তুমি গিয়ে তেল দাও। আমার বড় রাগ হল,—রাগ হবারি কথা,—বল্লেম আমার বিছানা থেকে তাড়িয়ে দেব। সেও রাগ্‌ল, গদিতে ধপ্ ধপ্ করে নাতি মাল্লে, দোর খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল; আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে খিল দিলেম। মাজের দরজায় চাবি, বাইরে যাবার পথ নাই; নরম হয়ে কত ডাক্‌লে, তা আমি শুনেও শুন্‌লেম না।

ভবী। তার পর?

কামি। মুণ্ডুপাত।

ভবী। এটী নাত্‌জামায়ের অন্যায়; কত হুম্‌রো চুম্‌রো ভাতার মেগের কথায় প্রদীপে তেল দেয়, মাগকে উঠ্‌তে দেয় না, বিশেষ শীতকালে।

কামি। সেটী ভাই, সেজদিদির ভাতারের দেখিচি, সেজদিদি যত বার বাইরে যায়, সে তত বার সঙ্গের সাথী; দোর খুলে দেয়, দোর দিয়ে আসে, জল খাব বল্লে গেলাসটী মুখে তুলে ধরে।

ভবী। যাই হক্ কামিনি, যাবার সময় একটা কথা বলে যাই, নাত্‌-জামাইকে আর অপমান করিস্‌নে, হাড়াই ডোমাই ভাল দেখায় না, লোকে তোরি নিন্দে করে।

কামি। ঘরজামায়ে ভাতার যার,
কাণের সোণা নিন্দে তার।

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বেলডেঙ্গা—পদ্মলোচনের দরদালান।

পদ্মলোচন আসীন—অভয় কুমারের প্রবেশ।

অভ। কি দাদা, হরগৌরী হয়ে বসে রয়েচ যে,—অর্দ্ধেক অঙ্গে তেল দিয়েচ, অর্দ্ধেক অঙ্গ রূক্ষ রেখেচ।

পদ্ম। আমার পক্ষাঘাত হয়েচে;—তুই সতীনে শরীরটে ভাগ করে নিয়েচে;—ডান দিক্‌টে বড় আবাগীর, বাঁ দিক্‌টে ছোট আবাগীর। ছোট-আবাগী এতক্ষণ তেল মাকাচ্ছিল; চুলচেরা ভাগ, বাঁ অঙ্গে মাখিয়েচে, ডান অঙ্গ পড়ে রয়েচে,—দেখ না, ডান দিকে তেলের দাগটী লাগে নি; বড় আবাগী আসে, ডান দিকে তেল পড়্‌বে, নইলে এইরূপেই বসে থাকতে হবে।

অভ। আপনি কেন ডান দিকে তেল দিয়ে নেয়ে ফেলুন না, বেলা ত অনেক হয়েচে।

পদ্ম। তা হলে কি আর আস্ত থাকুক! বড় আবাগী দুদ্দাড় করে কীল মার্‌বে, কেঁদে বাড়ী মাথায় কর্‌বে, ঝাঁটা ফিরিয়ে ঘাড় ভাঙবে, বল্‌বে "আমাকে একটু ভালবাস না, আমার অঙ্গটা আমার জন্য রাখ্‌লে না, আপনি তেল দিলে।"

অভ। তুমি তবে ত বড় সুখী; তুমি যে দেখি ঘরজামায়ের বাবা।

পদ্ম। ঘরজামায়ের এক বাঘিনী আমার দুটী।

অভ। কিন্তু দাদা, ঘরজামায়ের একটা এক সহস্র।

পদ্ম। ভুগি নি, বল্‌তে পারি না।—এরা এখন মার্ ধরেচে,—

অভ। বল কি?

পদ্ম। কথায় কথায়।

অভ। তবে তোমার জিঁত।

পদ্ম। আমার জিঁত অনেক রকমে; তুমি পেটে খেতে পাও, আমি হপ্তায় আট দিন উপবাস করি; দুই আবাগী দুটো রসুইঘর করেচে; এ বলে, আমার এখানে খাও, ও বলে আমার এখানে খাও।

অভ। তাতে ত আরো খাবার সুখ।

পদ্ম। খাবার উদ্যোগ মাত্র, ভাত ব্যঞ্জন যেমন তেমনি থাকে।

অভ। তুমি তবে খাও কি?

পদ্ম। বড় আবাগীর কীল, ছোট আবাগীর চড়।

তেলের বাটী হস্তে বগলার প্রবেশ।

বগ। ঠাকুরপো কবে এলে? এ বারে না কি তাড়িয়ে দিয়েচে? তুমি কি মাগই পেয়েচ! আমাদের ইনি একবার তাদের হাতে পড়েন, মাগের সুখটা টের পান।

অভ। তুমি স্বামীর গায় হাত তোল, তারা তা তোলে না।

বগ। গুণের নিধি বলেচেন বুঝি; আমার নিন্দে না করে জল খান না।—আমি তোমার করিচি কি, তোমার বুকে ভাত রেঁদিচি, না তোমার পিণ্ডি চট্‌কিচি, যে যার তার কাছে আমার নিন্দে কর,—

পদ্ম। তুমি মার্‌তে পার, আর আমি বল্‌তে পারি নে?

বগ। আমি তোমারে একা মারি? আঃ! ড্যাক্‌রা ভারত-ছাড়া! ছোট রাণীর নাম কর্‌তে পার না, সে তোমায় মারে না, সে তোমার মুখে বাসি আকার ছাই তুলে দেয় না; ছোট রাণীর নাতিগুলি চামরব্যজন, ছোট রাণী হাসলে মাণিক পড়ে, কাঁদ্‌লে মুক্ত পড়ে, চলে গেলে পদ্মফুল ফোটে,

'ছোট মাগ পাটরাণী,
বড় মাগ ধানভানানী।'

কি বল্‌ব ঠাকুরপো এখানে, তা নইলে এই তেল শুদ্ধ তেলের বাটী মাতায় ভাঙ্‌তেম।

পদ্ম। বড় রাণী মারেন কিনা বুঝ্‌তে পাচ্চ।

বগ। সাদে মারি, তোমার রীতের দোষে মারি; মারি খুব করি, ছোট রাণীকে ভয় কত্তে হবে নাকি।—এই মাল্লেম।

[সজোরে তেলের বাটী মস্তকে প্রক্ষেপণ।

অভ। সত্যি সত্যি মার্‌লে বউ।

বগ। আমি বাটী ফেলে মেরেচি, ছোট রাণী হলে ঘটী ফেলে মার্‌ত।—দেখ্‌লে ত ভাই, ওঁর বিচার ত দেখ্‌লে; আমি কথা কইলে ওঁর গায় পোড়া কাঠ পড়ে, ছোট রাণী কীল মার্‌লে ওঁর গায় পুষ্পবৃষ্টি হয়।

পদ্ম। (দীর্ঘ নিশ্বাস) তোমার বাটীর ঘায় সচন্দন পুষ্পবৃষ্টি হচ্চে।

অভ। আহা! রক্ত পড়্‌চে যে।—বউ, একটু তেল দাও।

বগ। মর্‌চি, ও দিক্‌টে বিন্দি পোড়াকপালীর; তার দিকে আমি তেল দিলে কথা জন্মাবে।

পদ্ম। তার দিক্‌টে ভেঙ্গে দিলে কথা জন্মায় না।

বগ। পোড়া কপাল পুড়েচে, তারি দিকে টান্‌চেন, আমার দিকে ভুলেও টানেন না।—(পদ্মলোচনের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় দর্শন করিয়া) দেখ ঠাকুরপো, তুমিই ভাই এর বিচার কর; এই আংটিটে বিন্দী পোড়াকপালীর বাপ দিয়েচে, ওটা আমার হাতে দেওয়া, ছল করে আমারে অপমান করা, আমার বাপকে গরিব বলা, আমার বাপকে ছোট ~~লোক বলা~~, বিয়ের সময় একটা আংটি দিতে পারে নি,—

পদ্ম। কি আপদেই পড়িচি! সাদে কি তার আংটি তোমার হাতে দিইচি, বাঁ হাতটায় তেল দিতেছিল, তেল লাগে বলে বাঁ হাতের আংটি ডান হাতে দিইচি।

বগ। শুন্‌লি ঠাকুরপো, বিচার শুন্‌লি। যেমন হক্ একটা ভাগ বাঁটা হয়ে গেচে, ডান দিক্‌টে আমার দিকে পড়েচে; ভাগ বাঁটার পর আমার হাতে তার জিনিষ দেওয়া ওঁর কি উচিত।—ভালাই চাও ত আংটি খুলে ফেল, নইলে নোড়া দিয়ে আঙ্গুল শুদ্ধ থেঁতো করে ফেল্‌ব।

পদ্ম। এই নাও খুলে ফেল্লেম।

[অঙ্গুরীয় দূরে নিক্ষেপ।

বগ। তুমি এখন একরকম হয়েচ, আমার প্রতি তোমার আর ভালবাসা নাই, আমায় তুমি আর দেখ্‌তে পার না। বিন্দী পোড়াকপালী তোমায় কি খাওয়ালে, খাইয়ে আমারে পর করে দিলে।—আমার ঘরে আর বস্‌তে চান না; ঘরে না ঢুকুতে বলেন, আমার হাতে অনেক কাজ; বিন্দীর ঘরে ঢুকুলে বেরুতে চান না।—আমার বিছানায় ছুঁচ ফোটে, না? বিন্দীর গদি বড় নরম. রাত দিন তাতে পড়ে থাক্‌তে ইচ্ছে করে।

[প্রস্থান।

অভ। ছোট বয়ের দিকে দাদার একটু পক্ষপাত আছে।

পদ্ম। 'খুঁটোর জোরে মেড়া নড়ে'।—আমার কাছে ইতর-বিশেষ নাই গহনা দুজনকেই সমান দিইচি, বরং বড় রাণীকে অধিক। তবে কি জান ভাই, ছোটরাণীর বয়েস কম, কাজেই এক ঘণ্টার জায়গায় দু ঘণ্টা বস্‌তে হয়।

অভ। তিনিও কি মারেন?

পদ্ম। জুতোর বাড়ী। তিনি বড় রাণীর বাবা।

অভ। ছোট বউ ত এমন ছিলেন না।

পদ্ম। বড় আবাগীর দেখে শিখেচে। এখন বড় হয়েচে, আপন গণ্ডা বুঝে নিয়েচে। সে দিন বড় রাণী পিটে করে খাওয়ালে; পিটে ত নয় পেটের পীড়ে; কতকগুলা কাঁচাতেলমাখা চেলের গুঁড়ি সুমুখে দিয়ে বল্‌লেন "পিটে খাও," কি করি, ভয়েতে ভয়েতে খেলেম; জানি, না খেলে পিট থাক্‌বে না। কিন্তু ভাই, এক দিন পিটে খেয়ে তিন দিন পেট ছেড়ে দিয়ে বসেছিলেম। ছোট রাণী ভারের কলসী, ও ছাড়্‌বে কেন, কাল সমস্ত দিন ধরে পিটে কর্‌লে, রেতে আমায় খেতে বল্লে।—ছোট রাণী সকল বিষয়েই বড় রাণীর বাবা, পিটে করেচেন যেন কুকুরে উজড়ে রেখেচেন।—তাই কম করে খেলেম বলে কত আব্দার; কি করি, আবার খেলেম।—বল্লেম বড় রাণীর পিটের চাইতে অধিক খেইচি, তবে ছাড়্‌লে। ঝক্‌ড়া দোকর খরচ, মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা—আমার হয়েচে অঙ্গের ভূষণ।

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ।

বিন্দু। পোড়া কপাল পুড়েচে, সত্যি সত্যি ফেলেচে,—

পদ্ম। কি ছোট রাণী?

বিন্দু। আমার বিয়ের আংটি নাকি আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েচ?

পদ্ম। (স্বগত) সর্ব্বনাশ করিচি। (প্রকাশ্যে) না ছোট রাণী, আমি কি তোমার আংটি ফেল্‌তে পারি, হঠাৎ হাত থেকে এই উঠানে পড়ে গিয়েচে।

বিন্দু। আংটির পা হয়েচে, না আংটি বগী আবাগীর মত নাফাতে শিখেচে, তাই উঠানে নাফিয়ে গেল?—তোমার মরণদশা ধরেচে, তাই এই অলক্ষণ গুলো কর্‌তে আরম্ভ করেচ।—বগী আবাগী ঠিক বলেচে, আংটি আঁস্তাকুড়ে দিলে, এইবার ছোট রাণীর মাথায় ঘোল ঢেলে ঢাক বাজাতে বাজাতে বনবাস দেবে

পদ্ম। বালাই, অমন কথা বল্‌তে নাই।

বিন্দু। তুমি আর বাকি রেখেচ কি? তুমি মর, যমের বাড়ী যাও, আমি বাপের বাড়ী বসে একাদশী করি। রাত্‌ দিন ঝাঁটা খাচ্চেন, তবু নজ্জা হয় না। কি বল্‌ব ঠাকুরপো রয়েচে, নইলে নোড়া দিয়ে একটী একটী করে দাঁত ভাঙ্‌তেম।

অভ। ছোট বউ, তুমি রাগ করো না, বড় বউ তোমাকে ক্ষেপিয়েচে।

বিন্দু। পোড়ারমুখোর আস্কারা; সে কিনা বলে আমাকে বনবাস দেবে। আমার বনবাস হলে উনিও বাঁচেন, তিনিও বাঁচেন। আমি আর এখানে থাক্‌তে চাই না, আমি কালই চলে যাব, তুমি বগীকে নিয়ে নঙ্গনস কর।

পদ্ম। ছোট রাণী, একটু চেপে যাও, অভয় রয়েচে এখানে, মনে ভাববে কি।

বিন্দু। ওঁরে আমার নজ্জা নিবারণ কর্‌বের কঁত্তা রে! বগী আবাগী যখন পাড়ার লোকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে, তখন ভাতারগিরি ফলাও না, সে যে শক্ত মাটী, দাঁত বসে না।

পদ্ম। তার তিন কাল গেচে, এক কাল আছে, তাই তারে কিছু বলি না, তুমি বউ মানুষ তাই বলি।

বিন্দু। তোমার আর খোসামুদে কথা বলতে হবে না,—তুমি যত ভালবাস তা আমি কাল টের পেইচি।

পদ্ম। কিসে?

বিন্দু। বড় রাণীর পিটে খেয়ে তুমি তিন দিন পেট ছেড়ে দিয়েছিলে, আর আমার পিটে খেয়ে একটীবার ঘটী ছুঁলে না। আমাকে ভালবাস না, তাই আমার পিটে খেলে না।

পদ্ম। মাইরি ছোট রাণী, তোমার পিটে আমি এক-পেট খেইচি, বড়রাণীর পিটের ডবোল খেইচি।

বিন্দু। তা হলে আজ তোমার গঙ্গাযাত্রা হত। তাঁর পালায় পিটে খেলেন, আমার পালায় পেট ছেড়ে দিলেন; আমার পালায় পিটে খেলেন, তাঁর পালার দিন খুঁটী হয়ে বসে রইলেন।

পদ্ম। তুমি কেন একটু পটলের গেঁড় খাওয়ালে না, তা হলে যে ওর পালার দিন মরে থাক্‌তেম।

বিন্দু। তুমি এমনি নেমকহারামই বটে;—আমি ওঁর জন্যে এত করে মরি, উনি ভাবেন আমি ওঁর মরণের চেষ্টা করি।

অভ। দাদা স্নান কর, বেলা অনেক হয়েচে।

পদ্ম। শশুরবাড়ী কবে যাবে? লোক এয়েচে নাকি?

অভ। দেরি আছে, যাবার আগে দেখা হবে।

পদ্ম। তোমার শশুরের অন্তঃকরণটা স্বভাবতঃ মন্দ নয়, তবে খোসামুদেরা খারাপ করে তুলেচে।

অভ। তিনি যে সকল মেয়ে প্রসব করেচেন, তাঁর গুণে বলিহারি যাই।

[প্রস্থান।

পদ্ম। রাগটা পড়েচে কি?

বিন্দু। আমি কার উপর রাগ কর্‌ব, আমার আছে কে?

পদ্ম। আমি।

বিন্দু। তুমি কি আমার?

পদ্ম। তবে কার।

~~বিন্দু।~~ বগী আবগীর।

পদ্ম। তুমি যদি বুঝে দেখ, আমি তোমা বই আর কারো নই।

বিন্দু। বোঝাবুঝি পিটেতেই জান্‌তে পেরেচি; মত্তে গিছিলেম পিটে কত্তে গিছিলেম।

বগলার প্রবেশ।

বগ। হ্যাঁরা, ও হাড়হাবাতে প্যাত্‌না, তুই নাকি আমাকে বুড়ো হাবড়া বলেচিস্? একেবারে অধঃপাতে গিয়েচ। বিন্দী পোড়াকপালীর আচ্ছা ওষুধ, বেশ্ ধরেচে।

পদ্ম। কে বল্লে?

বগ। অভয় ঠাকুরপো বলে গেল।—তোমার নাকি মৃত্যু ঘুনিয়ে এয়েচে, তাই এমনি করে অপমানের কথাগুলো মুখ দিয়ে বার কচ্চ; তুমি এখন আর মানুষ নও, তুমি এখন বিন্দীর বাঁদর।

বিন্দু। বগী, তুই বিন্দী বিন্দী করিস্‌নে, বলচি; ভাল তোর ভাতার তোরে বুড়ো বলে থাকে, তার সঙ্গে বোঝা পড়া কর্‌গে; আমার নাম কর্‌বি বেড়ী-পেটা হবি।

বগ। হ্যাঁরা কালামুখ, তুই আপনি বল্লি, না বিন্দী তোকে বলালে? কথা কস্‌নে যে—বিন্দীর দিকে দেখ্‌চিস্ কি?—তুই যেমন তারি মতন—

[মস্তকে প্রকাণ্ড মুষ্ট্যাঘাত।

পদ্ম। বাবারে! গিচি, মেরে ফেলেচে আবাগী।

বগ। বুড়ো বলবি আরো গাল্ দিবি? হ্যাঁরা হাবাতকুড়ে, হতচ্ছাড়া, একচকো, পথেপড়া, আঁটকুড়ির ছেলে, ভাইখাগীর ভাই, মড়িপোড়ানীর জামাই।

বিন্দু। ওরে আমার কুলীনকুমারী, গ্যাদায় মরি, তবু বেটীর বাপ ভিকারী।—খুব করেচে বুড়ো বলেচে, আরো বল্‌বে, আর দশ বার বল্‌বে; বুড়োরে বুড়ো বলবে না ত কি খুকী বল্‌বে না কি? তিন কাল গেচে এক কাল আছে, এখন এয়েচেন সতীনের ঝক্‌ড়া কত্তে। বৃন্দাবনে যাও, কালামুখি, বৃন্দাবনে যাও, দোরে দোরে ভিক্ষা করে বেড়াও—

ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, এইচি বৃন্দাবন।

বগ। ও সর্ব্বনাশি, বিন্দি রাঁড়ি, হতচ্ছাড়ি, শতেকখোয়ারি, নয়ছুয়ারি, মড়িপোড়ানীর মেয়ে, তোর বড় বৃদ্ধি হয়েচে, এত বৃদ্ধি ভাল নয়, তোর মরণ-বাড় বেড়েচে, আর দেরি নাই, পড়্‌লি, পড়্‌লি, পড়্‌লি; ছোট মুখে বড় কথা জেয়দা দিন থাকে না। আমি বুড়ো হলে তোর ভাতার বুড়ো হত না? না তোর ভাতার দিদি বিয়ে করেছিল?

বিন্দু। তোকে আর জন্মে বিয়ে করেছিল।

বগ। দূর আবাগি ভালখাগি, মড়িপোড়ার ঝি; মড়িঘাটায় তোর বাপ কাঠ যোগায়; পোড়াকপালে অনামুখ টাকার লোভে মড়িপোড়ার মেয়ে বিয়ে কল্লে, মলে কাঠের দাম নেবে না।—বিন্দি রাঁড়ি, তোর মড়িপোড়া বাবাকে বলে দিস্, আমি মলে কাঠগুলো যেন শুক্‌নো দেয়।

বিন্দু। তুমি মলে গোর দেবে, কাঠ লাগ্‌বে না।

বগ। গোর দেবে তোর বাপকে আর তোর বাপবয়সি ভাতারকে। ভালখাগি, তুই যে ভাতার ভাতার করিস্, তোর ভাতারে আর আছে কি, ওতে কিছু বস্তু রেখেচি? তোর পাঁচ বৎসর আগে আমার বিয়ে হয়েচে, আমি পাঁচ বৎসর একা ভোগ করিচি, তার পর রগ্‌ড়ে মগ্‌ড়ে নিংড়ে চিংড়ে সাদা ফ্যাক্ ফ্যাক্ ফেঁসোওঠা আঁবের আঁটিটে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিইচি, তুই কাঠকুড়ানীর মেয়ে সেইটে কুড়িয়ে নিয়ে খাচ্চিস্।

বিন্দু। তবে ভাগ ভাগ করে মরিস কেন, ওলো পাড়াকুঁদুলি, পাঁটিবেচার মেয়ে? তোর বাপ পুঁটি মাচের মত টাকা গুণে নিয়ে তবে তোকে বেচেছিল, যখন দেখ্‌লে তুই হিজ্‌ড়ে আমাকে বিয়ে কল্লে।

বগ। ওলো পোড়াকপালি, তোকে বিয়ে করে নি, তোকে নিকেও করে নি, তোকে রেখেচে;—বাবুরা মেগের বয়স হলে যেমন রাখে, তেমনি তোকে রেখেচে। তুই বারেণ্ডায় চিক ঝুলিয়ে দে, মেজেয় সাদা বিছানা কর, তাকিয়ে বসা, বাঁধাহুকোগুলো মেজে ঘসে রাখ্, খাটে দুই হাত পুরু গদি পাত্, পায় বার গাছা মল দে, পাছাপেড়ে শাড়ী পর, ফিরিঙ্গি করে খোঁপা বাঁধ্, বেঁধে বাবুকে নিয়ে সন্ধ্যার পর একটু পোর্ট খেয়ে মত্ত হ, আর লুকিয়ে বাবুর মুখে চুণ কালী দে।

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, এইচি বৃন্দাবন।

বগ। ওরে আমার শ্যালকাঁটা ফুলের কলি রে, ওরে আমার ডাব্ নারকেলের ন্যাওয়াপাতি, ওরে আমার মড়িপোড়ানীর কম্‌লে বাছুর; বাছার বুঝি দাঁত ওঠে নি, বাছা বুঝি মাড়ি দিয়ে কাম্‌ড়াচ্চে।—ও আবাগি, সরে যা, ও পোড়াকপালি, বুড়ো ভাতারের কাছ থেকে সরে দাঁড়া, কেমন কেমন দেখায়, বাপ ঝি বলে ভুল হয়—

আমি ফচ্‌কে ছুঁড়ী, ফুলের কুঁড়ি, মড়িপোড়ানীর ঝি,
বিয়ের পরে বুড়ো ভাতারকে বাবা বলিচি।

[পদ্মলোচনের দাড়ী ধরিয়া নৃত্য।

আমি ফচ্‌কে ছুঁড়ী, ফুলের কুঁড়ি, মড়িপোড়ানীর ঝি,
বিয়েয় পরে বুড়ো ভাতারকে বাবা বলিচি।

বিন্দু। (পদ্মলোচনের নাসিকায় কীল মারিয়া) তুই কেন আমাকে বিয়ে করেছিলি, তোর জন্যেই ত আমার এ ব্যাখ্যানা সইতে হয়। থাক্ তোর বুড়ীকে নিয়ে, আমি বাপের বাড়ী যাই।

[প্রস্থান।

পদ্ম। বড় রাণী তোমার জিত। তুমি হাজার হক্ আমার সময়ের মাগ,—

বগ। তোমার আর গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না।

পদ্ম। আমি তোমাকে এক দিনও অমান্য করি না, তুমি যখন যা চাও তাই দিচ্চি, তোমার শ্রীচরণের চুট্‌কি হয়ে পড়ে আছি।

বগ। তোমার আর ভাতারগিরি ফলাতে হবে না, তুমি ভাতারও না, ভাতারের 'ভা'ও না ; ভাতার বলি ও বাড়ীর বট্‌ঠাকুরকে, বড় দিদির আঁচল ধরে বেড়ায়—

পদ্ম। (গীত) আয় আমার অঞ্চলের নিধি,

আঁচল ধরে পিছে পিছে—

বগ। পোড়ারমুখ মরে যাও,—

পদ্ম। যশোদার নীলমণি যেমন,

ননী খেত নেচে নেচে।

বগ। আমি পাগলও নই ছন্নও নই যে কথায় কথায় আমাকে ঠাট্টা কর্‌বে।

পদ্ম। সন্ধ্যা হল, এখনও স্নান হল না।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বেলডাঙ্গা—অভয়কুমারের ঘর।

পদ্মলোচন এবং অভয়কুমারের প্রবেশ।

অভ। লোকের উপর লোক, লোকের উপর লোক, আর না যাওয়া ভাল দেখায় না, বিশেষ তোমার অনুরোধ, কাল যাব।—যাওয়া মাত্র, অধিক দিন সেখানে থাক্‌তে হবে না ; মাগ গ্যাদায় গদ গদ, স্বামী চাকর বাকরের সামিল, বাইরে থাক্‌বের স্থান নাই ; কাজেই চলে আস্‌তে হবে।

পদ্ম। জামাই-বারিক।

অভ। জামাই-বারিকে রাত্‌দিন প্রেতকীর্ত্তন হচ্চে,—কেউ সখীসম্বাদ গাচ্চেন, কেউ পাঁচালীর ছড়া বল্‌চেন, কেউ গাঁজা টিপচেন, কেউ গুলি খাচ্চেন।

পদ্ম। তুমিও ত গুলি খাও।

অভ। জামাই-বারিকে বাস কত্তে গেলে গুলি খেতে হয় আর দাড়ী রাখ্‌তে হয়।

পদ্ম। জামাই-বারিকটে আমার দেখা হয় নি।

অভ। একটা বড় ঘর। জামাইবাবুরা শালা বাবুদের বৈটকখানায় বস্‌লে শালা বাবুদের লজ্জা বোধ হয়, তাই কর্ত্তাবাবু বাড়ীর পাশে একটা বড় ঘর তৈয়ের করে দিয়েচেন, সব জামাইরা সেই খানে থাকে; জামাই, ভাইঝি-জামাই, ভাগ্নী-জামাই, নাত্‌জামাই, জামায়ের জামাই, সব সেই ঘরে থাকে।

পদ্ম। এখন কতগুলি আছে?

অভ সাড়ে বায়ান্ন জন।

পদ্ম। আবার আধ্ পেলে কোথায়?

অভ। চাপরাস-হারাণে জামাইগুলকে আধ্ বলে গুণ্‌তি করে।

পদ্ম। রাত্রিতে শোবার সরঞ্জাম আছে?

অভ। আছে বই কি, তিন কুড়ি খাট্ আছে—দড়ী দিয়ে ছাওয়া; তিন কুড়ি বালিশ আছে, তিন কুড়ি পাশ-বালিশ আছে; সব জামাইদের এক একটা ডাবা হুঁকো আছে, কলিকেও একটা করে; তামাক, টিকে, আগুন এক কোণে থাকে, একজন চাকরের জিম্মা, তার হুকুম আছে তামাক দেবে; গাঁজা, গুলি, চরস নিজে নিজে সেজে খাও।

পদ্ম। ক দিন অন্তর বাড়ীর ভিতর যেতে পায়?

অভ। তিন দিন, চার্ দিন, কেউ কেউ হপ্তা, কেউ কেউ মাস, কেউ কেউ বৎসর।

পদ্ম। কষ্ট বড়।

অভ। কষ্টের চূড়ান্ত। যদি খাবার সংস্থান থাকে, তা হলে কি আর সেখানে যাই। বিশেষ, গুলিটে অভ্যাস করে পরাধীন হয়ে পড়িচি; জামাই-বারিকে অক্লেশে গুলির উপযুক্ত আহার মেলে।

পদ্ম। তবে দাঙ্গাফেসাত আর করো না, মানিয়ে জুনিয়ে গিয়ে সেখানে থাক।

অভ। আমার ত তাই ইচ্ছে, তা আমারে যে রাখে না।

পদ্ম। কে?

অভ। মাগ মনিব। এ বারে যদি কিছু অহঙ্কারের চিহ্ন দেখি, তা হলে তার মুখে নাতি মেরে বৃন্দাবনে চলে যাব।

পদ্ম। ভায়া, আমাকে সঙ্গে নিও, আমি ডবোল মার্ আর খেতে পারিনে। আবাগীরে পালা উঠিয়ে দিয়েচে; এখন জোর যার মুল্লুক তার, টানাটানি করে যে নিতে পারে। আমি সন্ধ্যার পর এ বাড়ী ও বাড়ী বসে গল্প করি, তার পর রাত্ দুই প্রহর হলে বাড়ী যাই, দুই আবাগী ঘুমিয়ে থাকে, যার ঘরে ইচ্ছে তার ঘরে ঢুকি। জেগে থাক্‌লে শম্ভু নিশম্ভুর যুদ্ধ হয়।

অভ। দাদা, এখনঁ রাত্ হয় নি, এখন বাড়ী গেলে তোমাকে কুকুরমারা কর্‌বে; এস দুই ভাইতে গিয়ে আহার করি, তার পর রাত্ অধিক হলে বাড়ী যেও।

পদ্ম। আচ্ছা ভাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বেলডাঙ্গা—পদ্মলোচনের দরদালান।

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ।

বিন্দু। (স্বগত) আজ্ ভোর পর্য্যন্ত জেগে থাক্‌ব। অনেক রেতে বাড়ী আসেন, আর চুঠ্ করে বগীর ঘরে যান। আজ্ যেমন আস্‌বে, অমনি গলায় গাম্‌ছা দিয়ে ঘরে নিয়ে যাব।—বগী আবাগী ঘুমিয়েচে, শাড়াশুড়ি আর পাচ্চিনে। আমি দোর ভেজিয়ে দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকি।

[প্রস্থান।

বগলার প্রবেশ।

বগ। বিন্দী পোড়াকপালী ঘুমিয়েচে। আজ্ যেমন আসবে, অমনি ঘরে নিয়ে যাব। একটু ফাঁক পায় আর বিন্দী আবাগীর ঘরে ঢোকে। আবাগী কি চাল্‌পড়া খাওয়ালে, আমার বুক থেকে মিন্‌ষেরে যেন ছিঁড়ে নিলে। এখন ইচ্ছেয় ত আমার ঘরে যায় না, ধরে বেঁধে যত নে যেতে পারি। আমি ঘরে গিয়ে বসি; যাই আস্‌বে আর গলায় আঁচল দিয়ে টেনে নিয়ে যাব।

[প্রস্থান।

চোরের প্রবেশ।

চোর। এরা সব ঘুমিয়েচে, এই বেলা মাল সরাবার সময়।—বড় ঘরে ঢুকি।

বিন্দুবাসীর প্রবেশ।

বিন্দু। (চোরের গলায় গামছা দিয়া ঝাঁটা মারতে মারতে) তবে রে পোড়ারমুখো ড্যাকরা, এই তোমার ভালবাসা, ভুলেও কি এক দিন আমার ঘরে যেতে নাই; আমি ঘুমিয়ে পড়ি, আর উনি টিপি টিপি বড় রাণীর ঘরে যান; বড় রাণীর দুদ বড় মিষ্টি, ছোট রাণীর দুদে গোবরের গন্ধ।—মুখ ঢাকিস্ কেন?—(নাসিকার উপরে কীল)—তোর আজ্ হয়েচে কি, তোকে আমার বিছানায় শুইয়ে ঘটীর বাড়ী মাতা ভেঙ্গে দেব।

বগলার প্রবেশ।

বগ। (চোরের গলায় অঞ্চল দিয়া ঝাঁটা মারিতে মারিতে) বলি ও পোড়ারবাঁদর, বেদে চোর, যাচ্চ কোথায়, এ দিকে এস, আমিও তোর মাগ, আমাকেও বিয়ে করিচিস্; ওকেও যেমন দেখিস্, আমাকেও তেম্নি দেখ্তে হয়। আমি ত তোর মার পেটের বোন না যে আমার বিছানায় শুলে তোমার সমন্বয় কর্‌তে হবে? আয় ড্যাকরা ঘরে আয়,—(পৃষ্ঠে কীল)—আয় ড্যাকরা ঘরে আয়।—

[কীল।

বিন্দু। আরে পোড়ারমুখ, কোথায় যাও; আজ্ তোমারে যমে ধরেচে, যমের হাত ছাড়াতে পার্‌বে না।—তবু যে যাস্, হ্যাঁ রা বেহায়া, বেইমান—(ঝাঁটা প্রহার)। পোড়ারমুখে বাক্যি হরে গিয়েচে মৌনব্রতী হয়েচেন।

[নাসিকার উপর কীল।

বগ। ছোট রাণীর কীলগুণো বড় মিষ্টি, আর আমার কীলগুণো তেত, তাই ছোট রাণীর দিকে ঢল্‌কে পড়্‌চ।—পড়াচ্চি তোমাকে, বটী এনে তোমার নাক কেটে নিই।

পদ্মলোচনের প্রবেশ।

পদ্ম। বাড়ীর ভিতর এত গোলমাল কেন রে; দু আবাগী কাটাকাটি করে মর্‌চিস্ নাকি? মর্ আপদ্ যাক্। আমি বলি ঘুমিয়েচে, ঘুম কোথা, বুনো মহিষের যুদ্ধ বাদিয়েচে।

বগ, বিন্দু। (চোরকে ছাড়িয়া) তবে এ কে?

পদ্ম। তোরা ভাতায় গড়িয়ে ঝক্‌ড়া কচ্চিস্ না কি?

বগ। এতক্ষণ কোথায় ছিলে, এমন ঝাঁটাগুণো বৃথা গেল, এমন জোরের কীলগুণো বাজেখরচ হয়ে গেল।

পদ্ম। তুই ব্যাটা কে রে?

বিন্দু। চোর চুরি কর্‌তে এয়েচে, টিপি টিপি বগীর ঘরে যাচ্ছিল, আমি বলি তুমি যাচ্চ, গলায় গামছা দিয়ে তাই মার্‌তে লাগ্‌লেম, তার পর বগী এসে যোগ দিলে।

পদ্ম। ওরে ব্যাটা সিঁদেল চোর, আমার ঘরে এয়েচ চুরি কত্তে; বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা রা হারামজাদা।—চল্ ব্যাটা চল্, তোকে পুলিসে দেব,—

চোর। মশাই গো পুলিসে দেবেন না, এক দিনের মার বাঁচিয়ে দিলেম।

পদ্ম। তুই ব্যাটা চোর ত?

চোর। আমি চোর না তুমি চোর।

পদ্ম। আমি চোর হলেম কিসে?

চোর। তা নইলে রোজ রোজ সাত চোরের মার্ হজম কর কেমন করে?

পদ্ম। এ কথা তুমি বল্‌তে পার।

চোর। আমি বিশ বছর চুরি কচ্চি, এমন বিপদে কখন পড়িনি; বাপ! যেন চর্‌কি ঘুরিয়ে দিলে। জান্‌তেম, ভাল মানুষের মেয়েদের হাত নাকি ফুলের মত নরম; ওমা! কোথায় যাব, এনাদের হাত যেন ফালপেটা হাতুড়ি।

পদ্ম। আচ্ছা বাপু, আমি নেমকহারামি কত্তে চাই নে, তোমাকে ছেড়ে দিলেম, তুমি বাড়ী যাও।

চোর। এঁরা আর এক চোট লেবেন।

[প্রস্থান।

পদ্ম। তোদের জ্বালায় আমি কি দেশত্যাগী হব, তোরা চোরের সঙ্গে লড়াই দিস্, তোদের সাহস কি; এই রাত ঝাঁ ঝাঁ কচ্চে, গ্রামের লোক নিষুতি,

শাড়া শব্দটী নাই, তোরা কিনা এই রাত্রে চোর নিয়ে রণ বাদিয়েচিস।—আমি আজ্ কারো ঘরে যাব না, এই দরদালানে পড়ে থাক্‌ব।

বিন্দু। বুঝিচি, তোমার ফিকির আমি বুঝিচি; আমি ঘরে যাব, আর তুমি বগী আবাগীর ঘরে ঢুক্‌বে।

পদ্ম। তুমি কেন আমার কাছে বসে থাক না।

বগ। বগী আবাগী ভেসে যাক্।

পদ্ম। তুমি না হয় চৌকী দাও।

[উপবেশন।

বগ। আমার বেঁল্লা চৌকী দাও, বিন্দীর বেঁলা কাঁছে বঁস।—আ পোড়া-কপালে একচকো, তোমার মুণ্ডুটো আজ্ ঝাঁটার গোড়া দিয়ে গুঁড়ো কত্তেম, তা চোঁর ব্যাটা এসে সতীন হল।—ছোঁট রাণি, আমার কাছে বস, ছোঁট রাণি, আমার গায় হাত বুলাও, ছোঁট রাণি, আমার অন্তর্জ্জল কর।—পোড়ারমুখ, মরে যাও, ছোট রাণীর, কোল খালি হক্। বলে

'সুয়ো মেগের ষোল আনা, দুয়োর নামে নাই,
একচকো ভাতারের মুখে বাসি আকার ছাই।'

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা অপস্বিনী, এইচি বৃন্দাবন।

বগ। বিন্দি পোড়াকপালি, তুই আর কথা কস্ নে, পোড়ারমুখো যদি বুঝ্‌তে পেরে থাকে, তোকে ত্যাগ করবে;—ও ত চোর না, তোর নাগর, তুই পোড়াকপালি বড় খেলয়াড়, নাগর বলে আন্‌লি, চোর বলে ছাপালি,—

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, এইচি বৃন্দাবন।

বগ। কালামুখী কচিখুকী দুদ তুল্‌চেন; এতক্ষণ মন-চোয়ার গায় দুদ তুল্‌লেন, এখন ভাতারের গায় দুদ তুল্‌চেন,—

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, এইচি বৃন্দাবন।

বগ। আজ্ থেকে তুই আর ভাতার পাবি নে, আমি এই ভাতারের কাছে বসলেম—(পদ্মলোচনের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া উপবেশন)। ওকে বিষ খাইয়ে মারব, তবু তোকে দেব না।—ভাতার যমকে দিতে পারি, তবু সতীনকে দিতে পারি নে।

বিন্দু। তোর ভাগের দিকে তুই বস্‌লি, তাতে কি আমি কথা কই; আমার ভাগ ছুঁবি ত ঝাঁটার বাড়ী খাবি,—

বগ। ছোঁব না ত কি তোকে ভয় কর্‌ব; এই ছুঁলেম—

[পদ্মলোচনের বাঁ পায় এক কীল।

বিন্দু। আমার পায় তুই এক কীল মার্‌লি, আমি তোর পায় দুই কীল মারি—

[পদ্মলোচনের ডান পায় দুই কীল।

বগ। তবে তোর পায় তিন কীল—

[বাঁ পায় তিন কীল।

বিন্দু। তোর পায় এই চার্ কীল—

[ডান পায় চার্ কীল।

বগ। বটে রা সর্ব্বনাশি, তবে দেখ্‌বি নাকি কেমন করে তোকে রাঁড় করি—

[বটী লইয়া পদ্মলোচনের বাঁ পায় এক কোপ—প্রস্থান।

পদ্ম। পাটা একেবারে গিয়েচে, দু আঙ্গুল কোপ বসেচে, উত্থানশক্তি-রহিত।

বিন্দু। আহা! পোড়াকপালী মাচ্-কোটা করে ফেলেচে।—এস, তোমায় আমি টেনে ঘরের ভিতর নিয়ে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কেশবপুর—জামাই-বারিক।

চারিজন জামাই আসীন।

প্রথম জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) আমি ভাই, আজ্ এক মাস বাড়ীর ভিতর যাই নি, প্রেয়সী আমাকে ডাইভোর্স কল্লেন নাকি।

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) হয়েছিল কি?

প্রথম জা। বাল্‌সেছিলেন, তা আড়াই দিনে সেরে গিয়েচে; আজ্ এক মাস কুঁড়েপাত লুস চেন, বরমা-পনির মত ছুটে বেড়াচ্চেন; আমি বাড়ীর ভিতর যেতে চাইলেই গিন্নী বলেন কাহিল।

তৃতীয় জা। তোমার তবু একটা অছিলা আছে, আমি আজ্ দশ দিন জামাই-বারিকের বরেগা গুণ্‌চি, আর তিনি সুস্থশরীরে খোসমেজাজে একা খাটে পড়ে আছেন। আমি পাঁচিকে রোজ বলি "পাঁচি, আমার নামের পাশখানা নিয়ে আয়, আমি আজ বাড়ীর ভিতর যাব"; তা বলে "তোমার নামের পাশ দিতে চান না।"

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) ক দিন এখানে ছিলাম না, এর মধ্যে অনেক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে দেখ্‌চি যে;—পাশগুলিন থাকে কোথা?

চতুর্থ জা। গিন্নীর ঘরে। যারে যারে তিনি বোঝেন বাড়ীর ভিতর যাবার যোগ্য, তার তার নামের পাশ পাঁচির কাছে দেন, পাঁচি জল খাওয়ার সময় দিয়ে যায়।

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) বিনা পাশে যাবার যো নাই?

তৃতীয় জা। না।

দ্বিতীয় জা। কোন দিন চেষ্টা করেছিলে

তৃতীয় জা। আমি এক দিন বিনা পাশে যাবার চেষ্টা করেছিলেম; মাজের দরজার দরওয়ান ব্যাটা পাশ দেখ্‌তে চাইলে, দেখাতে পাল্লেম না, অর্দ্ধচন্দ্র আহার করে ফিরে এলেম।

প্রথম জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) সময় না হলে আর আমাদের দরকার হয় না; আমরা যেন ভাই, কুক্ সাহেবের আড়গড়ার মেলগ্যাণ্ডার, ফিমেল্ গুস্,—

দ্বিতীয় জা। সাবাস্ দাদা বেশ্ বলেচ; কি বল্‌ব গাঁজা টিপ্‌চি, তা নইলে সেক্‌হ্যাণ্ড কত্তেম;—নেভার মাইন, কেনি দাও। (কনুইতে কনুইতে ঘর্ষণ)। শালাবাবুদের পাশ নাই?

চতুর্থ জা। তাদের হল বাড়ী, তারা যখন মনে করে তখন বাড়ীর ভিতর যায়।—বউমাদের পাশ আছে বটে, তাঁদের কতকটা আমাদের দশা।

তৃতীয় জা। সে ক দিন? যে ক দিন খাঁড়া ধর্‌তে না শেখে, তার পর জোর করে কেল্লা দখল করে।

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টানিয়া গীত—বাউলে সুর, তাল একতালা)

মার দম্ কসে দম্ গাঁজার কল্‌কে তুলে,
না খেয়ে রয়েচে আমার পেট্‌টা ফুলে;
গাঁজা সেজে খাই, কত মজা পাই,
কেহ নাই মোর বাপের কুলে।
অভাগা কপাল, কান্তা যেন কাল,
প্রহারে পয়জার ধরিয়ে চুলে।

প্রথম জা। (গাঁজা টানিয়া গীত—রাগ সিন্ধু জঙ্গলা, তাল খেমটা)

বল কি হবে মিছে ভাবিলে এখন,
ভাবিতে উচিত ছিল বিবাহ যখন।
অষ্টরম্ভা বাপের বাড়ী, দুবেলা চড়ে না হাঁড়ী,
তাইতে আসি শ্বশুর-বাড়ী, কাল যাপন।

দ্বিতীয় জা। নিবারণকে ডাক্ না ভাই, সাতকাণ্ড রামায়ণ শোনা যাক্।

তৃতীয় জা। তারা খোলা ছাতে গুলি খাচ্চে;—ঐ এয়েচে।

পাঁচজন জামায়ের প্রবেশ।

দ্বিতীয় জা। নিবারণ, একবার সাতকাণ্ড রামায়ণটা শুনিয়ে দাও।

পঞ্চম জা। ক্ষেতি কি বাবা, বেদি করে দাও।

প্রথম জা। এই তোমার বেদি—

।একখানি খাটে গুটিকত লেপ পাতন।

দ্বিতীয় জা। তবে বেদিতে আরোহণ কর।

পঞ্চম জা। কিছু ভাল লাগ্‌চে না বাবা, মাগ মহাশয় রাগ করেচেন, পাঁচ দিন পাশ পাই নি।

দ্বিতীয় জা। নেভার মাইন, রামায়ণ আরম্ভ করে দাও, আজ্ পাশ পাবে।

পঞ্চম জা। (বেদিতে উপবেশনানন্তর) এক নিশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ বলা সাধারণ বিদ্যার কর্ম্ম নয়, বাবা। তবে শোন। ঐ যে রোজ সকাল বেলা, অর্থাৎ যামিনী বিগতা হলে, পূর্ব্বদিকে, পরমরুণয়া পঞ্জতি দৃশাং, ভারি লাল, রক্তবর্ণ, হিঙ্গুলের মত, কাচাঁ সোণার ন্যায়, একখান চক্‌মকে থাল উদয় হয়, ওটা সূর্য্য। তোমরা ভাব, ও ব্যাটা কেবল সকালে উদয় হয়ে সমস্ত দিন আপিসের কাজ চালিয়ে সন্ধ্যার সময় বাড়ী যায়, এমন নয়; ওর একটা বংশ আছে, তার নাম সূর্য্য-বংশ। বংশটা ভারি বংশ, এখন নির্ব্বংশ। এই সূর্য্য-বংশে দশরথ নামে এক রাজা ছিল,—মহাবলপরাক্রম ভূধর মহীধর ধরাধর সাগর নাগর ডাগর রাজা। অন্দরমহলে রাণীর পাল; পালঝাড়া রাণী, অর্থাৎ সকলেই বন্ধ্যা, একটীরও গর্ভ হয় না; বাড়ীতে ছেলের ভাঁজ নাই।

রাজা যাগ যজ্ঞ হোম নৈবিদ্য স্বাস্থ্যরক্ষা কুশাসন সাগরমন্থন গন্ধমাদন কত কল্লেন, কিছুতেই রাণীদের গর্ভের সঞ্চার হল না। রাজা ভেবে ভেবে 'চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং';—তখন কুক সাহেবের আড়গড়া হয় নি, কি উপায়ে বংশ রক্ষা করেন।

তৃতীয় জা। জামাই-বারিক ছিল না?

পঞ্চম জা। রাণীদের সঙ্গে জামাই-বারিকের শ্বাশুড়ী সম্পর্ক, থাক্‌লেই বা কি হত?—রাজা কিংকর্ত্তব্য অনূঢ়া হয়ে খুব গ্যাঁটাগোঁটা অকালকুষ্মাণ্ড গোচ একজন ঋষিকে আনালেন, তার নাম রসশৃঙ্গ। ঋষিবর যোগ আরম্ভ কর্‌লেন।— বাবা, কার দ্বারা কি হয়, কে বল্‌তে পারে;—রসশৃঙ্গ তপোবনে ফিরে না যেতে যেতে মহারাজের চার কুমার উত্তমাশা অন্তরীপের ন্যায় বিহার কত্তে লাগ্‌ল। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। ছেলে চারটেকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে লিখ্‌তে দিলে। অল্প কালের মধ্যে ছেলেগুলো আমাদের শালাবাবুদের মত পদ্মপলাশলোচনবৎ ফুলে উঠ্‌ল। পরীক্ষার দিন উপস্থিত; রাজা কড়াংকেতে

আপামর সাধারণ পারিদর্শী, তাই নিজে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন। রাম উপস্থিত; রাজা জিজ্ঞাসা কল্লেন "পঞ্চাশ কড়া"? রাম বল্লে "বার গণ্ডা দু কড়া"। রাজা রামের গালে একটা প্রচণ্ড চড় মারিয়া বল্লেন "তোর কিছু বিদ্যা হয় নি, তুই বনে যা"। লক্ষ্মণ উপস্থিত;—"পঞ্চাশ কড়া?" "সাড়ে বার গণ্ডা"। প্রচণ্ড চড় মারিয়া রাজা বল্লেন, "যা ব্যাটা, তুইও বনে যা"। ভরত শত্রুঘ্ন উপস্থিত;—"পঞ্চাশ কড়া"; দুইজনে একবারে বল্লে "পাঁচ গণ্ডা সাত কড়া" রাজা একটু মুচ্‌কে হেসে বল্লেন "যা তোরা রাজা হ'গে"।

রামলক্ষ্মণ পিতৃ-আজ্ঞা-প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত মূঢ়মতি বিবেচনায় পঞ্চবটীর বনে উপসংহার করিয়া ডেরাডাণ্ডা ফেল্লেন। সাঁওতাল-নন্দনদিগের সহিত হেঁড়েডুডু, নবীন তুড়কি, কপাটি কপাটি, ডাণ্ডাগুলি খেল্‌তে লাগ্‌লেন; অল্প দিনের মধ্যে সুমেরু-শিখর-নিকর-পরাজিত দিগ্বিজয়ী বীর হয়ে উঠ্‌লেন। ইতিমধ্যে কিচ্‌কিন্দা-অধিপতি বালী রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরিণয়-উপলক্ষে তাঁহার বৈটকখানায় নৃত্য করিবার জন্য এক জোড়া খ্যামটাওয়ালী উপস্থিত হয়। নাচ আরম্ভ হয়েচে; বালী রাজা সিংহাসনে বক্রভাবে দীর্ঘ লাঙ্গুল উচ্চ করিয়া উপবিষ্ট; দুই পার্শ্বে হনুমান্, জাম্বুবান্, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ প্রভৃতি লোমাচ্ছাদিত-উচ্চ-পুচ্ছধারী মহোদয়গণ চেয়ারে বেঞ্চে কোচে বিরাজ কচ্চেন; জরির টুপি, মরেসা, শ্যামলা, কিংখাপের চাপকান, সাটিনের চায়না-কোটে বানরকুল ঝলমল। রাম লক্ষ্মণ টিকিট পেয়েছিল; তারাও সভায় উপস্থিত।—বুনোদের সঙ্গে থেকে ছোঁড়া দুটোর স্বভাব বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল। বালী রাজাকে বল্লে "খ্যামটাওয়ালী দুটোকে আমাদের দাও"; বালী বল্লে "দেব না";—ঘোর যুদ্ধ;—বালী রাজা বধ। খ্যামটাওয়ালী দুটোকে দু ভাইতে ভাগ করে নিলে; যেটার নাম সীতা, সেটা নিলে রাম; যেটার নাম সূর্পণখা, সেটা নিলে লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ সভার্য্যাভ্রান্তরে শুচি হইয়া পঞ্চবটীর বনে আগমন করে দেখেন সূর্পণখা মায়াবিনী রাক্ষসী, রাবণের ভগিনী। তৎক্ষণাৎ গজরাজবিনিন্দিত বারিদবৃন্দপরাজিত রজকরঞ্জন গর্দ্দভবৎ চিৎকার শব্দ কর্‌লেন; নয়ন দিয়া ক্রোধানল, হোমানল, দাবানল, বাড়বানল, বিরহানল, কামানল, বাহির হইতে লাগ্‌ল; বল্লেন পাপীয়সি, কালামুখি, কলঙ্কিনি, কুরঙ্গনয়নি, কাঙ্গালিনি, তুমি দূর হও; এই বলে তার নাক কাণ কেটে নিয়ে তাকে বিদায় করে দিলেন। লঙ্কার রাবণ রাজা শুনে তেলে-বেগুণে জ্বলে উঠ্‌লে, ছল করে রামের সীতা

হরণ করে নিয়ে গেল; রাম বাতাহতকদলীবৎ মাতায় হাত দিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

রামটা ভ্যাবা গঙ্গারাম; লকার বুদ্ধিটে খর্জ্জূর-কণ্টকবৎ তীক্ষ্ণ; ছল বল ছুর্ব্বল কল কৌশল তার সকলি হস্তগত; বল্লে দাদা, তুই কাঁদিস্‌ কেন? পাঁচ পয়সার টিকে কিনে আন্‌, আর পাঁচ বুড়ি পাকা কলা সংগ্রহ কর্‌, আমি তোর সীতা উদ্ধার করে দিচ্চি। রাম তাই কল্লেন। লক্ষ্মণ হনুমান্‌দিগকে এক একটী কলা দিয়ে বশীভূত করে তাদের লেজে এক-এক-খান টিকে ধরিয়ে বেঁধে দিলে। তার পর বল্লে যাও সব লঙ্কার চালে গিয়ে বস। হনুমানেরা কলা খেয়েচেন, কলার কাজ না কল্লে কৃতঘ্নতা হয়,—হুপ্‌ হুপ করে লঙ্কার চালে বস্‌ল, আর লঙ্কা দগ্ধ হয়ে গেল। রাবণ সবংশে নিপাত; বেড়া আগুণ, পালাবার যো নাই; লঙ্কা ছার খার; সীতা উদ্ধার। ইতি সাতকাণ্ট রামায়ণং সমাপ্তমিদং।—এই হচ্চে রামায়ণ, তা বেদিতে বসেই বল আর চামর হাতে করেই বল।

তৃতীয় জা। বাল্মীকির সঙ্গে মেলে না।

পঞ্চম জা। বেল্লিকের রামায়ণ বাল্মীকির সঙ্গে মিল্‌বে কেন? কিন্তু মূল এই।

পাঁচজন জামায়ের প্রবেশ।

চতুর্থ জা। বনমালী এয়েচে, এবারে পীরের গান হক্‌।

ষষ্ঠ জা। চারজন দোয়ার চাই।

চতুর্থ জা। জামাই-বারিকে দোয়ারের ভাবনা নাই।

ষষ্ঠ জা। (চামর মন্দিরা লইয়া চারজন জামায়ের সহিত গীত)

মাণিকপীর, ভবপারে যাবার না,
জয়নাল ফকিরি নেলে ফেনি খালে না,

চারজন জা। মাণিকপীর—

ষষ্ঠ জা। আল্লা আল্লা বলরে ভাই, নবি কর সার,
মাজা দুলিয়ে চলে যাবা ভবনদী পার।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। শুন রে ভাই বিবরণ, নব দ্বারে আছে জীবন,
কখন যে পালাবে বল্‌তে নাহি পারি;

কোরাণেতে বয়েদ আছে, ছুনিয়েটা ক্যাবল মিছে,
খোদার নাম বিনে জান্‌বা সকলি ঝকমারি।
ব্যানে বিকেলে ছুপহরে, জরু ছাবাল সাতে করে,
নামাজ পড়্‌বা মন্‌ড়া করে স্থির;
মানিলোকের রাখ্‌বা মান, গরিব লোককে কর্‌বা দান,
দরগায় গিয়ে ফয়তা দেবা ক্ষীর।
আপন গোণ্ডা বুঝে লেবা, পরের গোণ্ডা পরকে দেবা,
বড়গোনা কেজিয়ে করা কাজিকো হায়রাণি।
পীর প্যাগম্বর মাতায় ধরা, অন্ধকারে দেখে তারা,
হুসিয়ার্‌ছে কাম্ কর্‌না ছোড়্‌কে সয়তানি।
ঝট্‌বাৎমে না দেবা দেল, সত্যছে বানাবা এক্কেল,
ভক্তিভাবে কর্‌বা পূজো বাপ্ মার চরণ।
গোনা বরাবর্ নাইকো বিষ, ভনে দ্বিজ গোলামনবিস্,
এই তো ধরম শাস্ত্রের লেখন।

চারজন জা। মানিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। সুবুদ্ধি গোয়ালার মেয়ের কুবুদ্ধি ঘটিল,
বেসালির ভিতর ছুগ্ধ রেখে পীরকে ফাকি দিল।

চারজন জা। মাণিকপীর— (ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। কত কীর্ত্তি আছে রে ভাই, কওয়া নাইকো যায়।
দেখ সাদির সমে দোলার বিবি ডুলি চেপে যায়।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি)

ষষ্ঠ জা। ওরে, কছুকুম্‌ড়ো রাক্‌লে ফেলে, তুস্ চু নেরেলবাল,
আজগবি ছুনিয়ার খেলা, সর্ষের মধ্যি ত্যাল।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। মুসলমানের মোল্লা রে ভাই, হাঁছুর মধ্যি সাধু,
কছুকুম্‌ড়ো ছেড়ে দিয়ে আকির মধ্যি মধু।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। আসমানেতে ম্যাগের খেলা করে সিংহনাদ,
আর দিনের বেলায় সূর্য্যি ওঠে রাতির বেলায় চাঁদ।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। পাহাড়ের প্রকাণ্ড হাতী, শিক্‌লি বাঁধা পায়,
আর ঘরজামায়ে শ্বশুরবাড়ী মেগের নাতি খায়।
চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)
ষষ্ঠ জা। কত কেরামৎ জান রে বন্দা, কত কেরামৎ জান,
মাজদরিয়ায় ফেলে জাল ডেঙ্গায় বসে টান।
চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)
ষষ্ঠ জা। দুর্গির ছাওয়াল কার্ত্তিক রে ভাই, মোরগ চেপে যায়,
আর পূজো পালি বাঁজাবিবির ছাওয়াল করে দেয়।
চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)
ষষ্ঠ জা। রাতির বেলায় ভুতির ডরে ডরিয়ে ওঠে ছেলে,
আর হুড়কো মেয়ে ঝম্‌কে ওঠে খসম কাছে এলে।
চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)
তৃতীয় জা। বিরহ হবে না ?
দ্বিতীয় জা। হবে না তোমায় কে বল্লে ?
ষষ্ঠ জা। এই বার হবে।—গেয়ে লাও তো ভাই।
চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)
ষষ্ঠ জা। বিরহিণী বিবি আমার গো, বাঁদে নাকো চুল।
কল্‌জেতে ফুটেচে কাঁটা পঞ্চবাণের হুল।
চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)
ষষ্ঠ জা। সায়েরে গিয়েচে স্বমী, হাবুলি আঁধার করে,
পরাণ জ্বলে গেল বিবির কুকিলের ঠোকরে।
চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)
ষষ্ঠ জা। মুখ ঘামেচে বুক ঘামেচে বিবির ভাসেযাচ্চে হিয়ে,
খসম যদি থাকত কাছে রে পুঁচ্‌ত রুমাল দিয়ে।
চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)
ষষ্ঠ জা। পিঁড়েয় বসে কাঁদ্‌চে বিবি, ডুবি আঁখির জলে,
মোল্লারে ধরেচে ঠাসে, খসম খসম বলে।
চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)
ষষ্ঠ জা। ষাঁড়ের মাতায় শিং দিয়েচে, মান্‌ষির মাতায় কেশ,
আল্লা আল্লা বল রে ভাই, পালা কল্লাম শেষ।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

তৃতীয় জা। এ বারে পাঁচালী হক্।

পাঁচি এবং চারিজন দাসীর প্রবেশ।

দ্বিতীয় জা। পাঁচালীতে আর কাজ নাই, এখন পাঁচির পাঁচালী শোনা যাক্।

পাঁচি। আর সব কোথায়?

প্রথম জা। খোলা ছাতে গুলি খাচ্চে।

পাঁচি। তোমাদের জল খাওয়াতে পাল্লে আমি আপনার কাজে হাত দিতে পারি। (দাসীদের প্রতি) ওগুনো ঐ খানে রাখ্।—তোর হাতে কি?

প্রথম দা। সন্দেশের হাঁড়া।

পাঁচি। তোর হাতে?

দ্বিতীয় দা। চিনির পানার গামলা।

পাঁচি। তোর হাতে?

তৃতীয় দা। দুদের গামলা।

পাঁচি। তুই কি এনিচিস্?

চতুর্থ দা। সসা, কলা, পেয়ারা।

পাঁচি। দুদের উড়্‌কি এনিচিস্?

তৃতীয় দা। এই যে।

পাঁচি। তুই এনিচিস্?

দ্বিতীয় দা। এই যে।

দ্বিতীয় জা। পাঁচি, তোর নাম পাঁচি হল কেন রে?

তৃতীয় জা। পাঁচির পাঁচ জন ছিল বলে।

পাঁচি। এখন আর আমার পাঁচ জন নয়।

তৃতীয় জা। ক জন?

পাঁচি। এখন জামায়ের পাল।

পঞ্চম জা। পাঁচি, তুমি দ্রোপদী।

পাঁচি। না, আমি কুন্তী, বিয়ে না হতে বাবুদের বাড়ী—

তরুণ-তপন-রূপে বিমোহিত-মন,
বিবাহ না হতে, কুন্তী অর্পিল যৌবন।

পঞ্চম জা। পাঁচি, তোর পতন হয়েচে।

পাঁচি। কোথায়?

প্রথম জা। কুয়োর ভিতর।

পঞ্চম জা। ঠাট্টা করো না বাবা, আমার দাদা রিফিউ লেখেন।

প্রথম জা। তাঁর নাম কি?

পঞ্চম জা। ভোঁতারাম ভাট্।

প্রথম জা। যিনি বৈষ্টব ছিলেন, তার পর কল্‌মা কেটে কাজি হয়েচেন?

পঞ্চম জা। ভোঁতারাম ভাট্‌কে বড় সাধারণ লোক জ্ঞান করো না; তাঁর রিফিউয়ের ভারি ধার,—

প্রথম জা। খানা কাটা যায়?

পঞ্চম জা। তুমি মূর্খ, রিফিউয়ের "ধার" বুঝ্‌বে কি, পাঁচি বুঝেচে।

পাঁচি। আঁশ বঁটী।

পঞ্চম জা। পাঁচি তোর পতন হয় নি?

পাঁচি। ভোঁতারাম ভাটের চক্ষু থাকে ত হয় নি।

তৃতীয় জা। আমার চকে ত নয়।

পঞ্চম জা। ভোঁতারাম ভাট বলেন, কবিতা লেখার প্রণালী হচ্চে "তিন তিন দুই তিন তিন," তোমার তিন তিন দুই চার হয়ে গিয়েচে।

প্রথম জা। ওর যে বয়েস তিন তিন দুই সাত হতে পারে।

পাঁচি। ভোতারাম ভাট বুঝি জামাই-বারিকে লেখা পড়া শিখেছিলেন?

পঞ্চম জা। তোকে লেখা পড়া শেখালে কে?

পাঁচি। কেন, আমার স্বামী।

পঞ্চম জা। তোর স্বামী লেখা পড়া জানে?

পাঁচি। তোমাদের চাইতে ভাল।

পঞ্চম জা। পাঁচি, তুমি ষোড়শী, রূপসী, সরসী, বায়সী,—

পাঁচি। পোড়া কপাল আর কি, বায়সী যে কাক।

পঞ্চম জা। কাকী; "সী"র মিল কত্তে তোকে কাকী বলে ফেলিচি।

দ্বিতীয় জা। পাঁচি. তুই এত গহনা পেলি কোথা?

পাঁচি। জামাই-বারিকে।

পঞ্চম জা। পাঁচি, তুমি আমাদের কমিসারি জেনারেল; তুমি যে প্রমদা-পরিমল-পিঙ্গল প্রণালীতে রসদ সর্‌বরা কচ্চ, তুমি একটু গা-ঢাকা হয়ে থেকো।

পাঁচি। কেন গো?

পঞ্চম জা। লুশাই একৃসপিডিসানে ধরে নিয়ে যাবে।

পাঁচি। তাতে তোমাদের অধিক ভয়।

পঞ্চম জা। কেন লো?

পাঁচি। তারা বাঁধা-খেগো বয়েল ধচ্চে।

পঞ্চম জা। ভাল বলেচ পাঁচি ঠাকুরঝি; আমি মরে যাই, তুমি আমার সঙ্গে সহমরণে চল।

পাঁচি। সহমরণে যে যাবার সেই যাবে।—এখন তোমরা এক জায়গায় খাবে, না আমায় টানা-পড়েন কত্তে হবে?

ষষ্ঠ জা। আমরা সব খোলা ছাতে খাব।

[দশজন জামায়ের প্রবেশ।

প্রথম জা। পাঁচি, আমার পেট জ্বলে উঠেচে, আমাকে এই খানে দে।

[একখানি রেকাব আর দুটী বাটী লইয়া উপবেশন।

পাঁচি। (দাসীদের প্রতি) তোরা এ দিকে আয়। (দুটী গোল্লা, চারখানি সসা কাটা, একটী খোসাফেলা পেয়ারা, এক উড়কি চিনির পানা, এক উড়কি দুদ প্রদান।)

প্রথম জা। আর একটু দুদ দে, আজ বড় গুলি টেনিচি।

[আহার।

তৃতীয় জা। পাঁচি, আমার নামে পাশ বেরিয়েচে?

পাঁচি। বল্‌তে পারি নে, পাশগুলিন আমার আঁচলে বাঁধা আছে।

দ্বিতীয় জা। আজ্ যে দেখি আঁচল-ভরা পাশ; বাবুদের বাড়ী শ্রাদ্ধ না কি, নইলে এত নাগা সন্ন্যাসীর আহ্বান কেন?

তৃতীয় জা। পাঁচি, পাশগুলো পড়ে পড়ে আমার হাতে দে না ভাই।

পাঁচি। (অঞ্চল হইতে পাশগুলিন খুলিয়া পঠনান্তর প্রদান) যতীন্দ্রমোহন, দিগম্বর, রাজেন্দ্রলাল, কিশোরীচাঁদ, কৃষ্ণদাস, দ্বারিকানাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, অন্নদাপ্রসাদ, মনোমোহন, উমেশচন্দ্র, মুরলীধর, আশুতোষ, কালীমোহন, মোহিনীমোহন, হেমচন্দ্র জুনিয়ার, জগদ্বন্ধু, মহেন্দ্রলাল, প্যারিচরণ, ভূদেব, জগদীশ, গুরুচরণ, গৌরদাস, হেমচন্দ্র সীনিয়ার, রঙ্গলাল, বঙ্কিম,—

তৃতীয় জা। আমার নাম এখনও বেরুল না, কি সর্ব্বনাশ!—আর কখান আছে?

পাঁচি। একখান।

তৃতীয় জা। পড় দেখি।

পাঁচি। মৌলভি আবদুল লতিফ।

দ্বিতীয় জা। ও কার ?

তৃতীয় জা। ও ত ছোট জামায়ের, সে রাতদিন চস্‌মা চকে দেয় বলে তাকে আমরা আবদুল লতিফ বলি।—পাঁচি, আমি আজ গলায় দড়ী দিয়ে মর্‌ব।

অভয়কুমারের প্রবেশ।

অভ। পাঁচি, আমার পাশ বেরিয়েচে ?

পাঁচি। তোমার পাশ হারিয়ে গিয়েচে।

অভ। আমি তবে বাড়ীর ভিতর যেতে পাবনা ?

পাচি। বিবেচনার স্থল।

অভ। তবে আমাকে পায়ে ধরে বাড়ী থেকে আন্‌লি কেন ?

দ্বিতীয় জা। সেখানে গর্ভযন্ত্রণা হয় বলে।—আজ্‌ পাশ পেয়েচি বাবা, আজ এক লাফে লঙ্কা ডিঙ্গাতে পারি,—

হাবার মার প্রবেশ।

হাবা। অভয় কোথায় ? তার জন্যে এই লেখন এনিচি।

[অভয়ের গ্রহণ।

পাঁচি। হাতে লেখা পাশ।

দ্বিতীয় জা। কাঠের বেরাল হলে কি হয়, ইঁদুর ধত্তে পার্‌লিই হল।

হাবা। বলে

'নৌকা ডিঙ্গে চাই নে আমি, আজ্ঞে যদি পাই,
গঙ্গাজলে সাঁতার দিয়ে শ্বশুর বাড়ী যাই।'

দ্বিতীয় জা। হাবার মা, একটা গান কর্।

হাবা। (গীত, রাগ সিন্ধু কাপি, তাল খেমটা।)

মনের মত নাগর যদি পাই,
প্রেমডোরেতে তারে আমার যৌবনে জড়াই,
মেতি আমলা দিয়ে চুলে, সাজিয়ে খোঁপা বকুলফুলে,
মুচকে হেসে, কাছে বসে, দুবেলা তার মন যোগাই।

[নৃত্য।

পাঁচি। তোমরা জলটল খাবে, না কেবল নাচ দেখ্‌বে?

দ্বিতীয় জা। তুমি অগ্রসর হও, আমরা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৎসবৎ ধাবমান হই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কেশবপুর—কামিনীর শয়নঘর।

কামিনী এবং হাবার মাব প্রবেশ।

কামি। হাবার মা তার গায় ত গন্ধ কচ্চে না? ও যখন বাড়ী থেকে আসে, তখন ওর গায় বোট্‌কা বোট্‌কা গন্ধ হয়।—বাড়ীতে খেতে পায় না, তেল মাখে না, নায় না, কামায় না।

হাবা। তোর আর কথা শুনে বাঁচি নে; আমি দেখিচি, কেমন তেল মেখেচে, চুলগুলো যেন তেলে সাঁতার দিচ্চে।

কামি। তবেই আমার মাতা খেয়েচে; বালিশের ওয়াড়গুলিন মল্লিকে ফুলের মত ধপ্‌ ধপ্‌ কচ্চে, এক দিন শুলেই ক্ষিতি মেথরাণীকে ডাক্‌তে হবে।

হাবা। তুই যে ঠ্যাকারের কথা কস্‌, তাইতে তোর ভাতার রাগ করে যায়।

কামি। রাগ করে গেল, থাক্‌তে ত পাল্লে না, তু করে ডাক্‌তেই ত আবার এয়েচে।

হাবা। রাত অনেক হয়েচে, তুই শো, আমি তারে ডেকে আনি।

[প্রস্থান।

কামি। (মুকুরের নিকট দাঁড়াইয়া আপন অঙ্গ দর্শন করিতে করিতে)

এ কি বাবার বিবেচনা,
দেশে কি বর মেলেনা;
স্যাওড়া গাছের কেলে সোণা,
গাঁজার খবর ষোল আনা,
তারি হাতে এই ললনা!

(মুকুরের সমীপস্থ চেয়ারে উপবেশনানন্তর দীর্ঘ নিশ্বাস)

কেন বা বাঁদিনু চুল কেন মল্লিকার ফুল
ঘিরে দিনু কবরীর গায় ;
মুক্তপুঞ্জ অলকায়, কেন দোলাইনু, হায় !
কেন আল্‌তা দিনু রাঙ্গা পায় ;
কটিতটে চন্দ্রহার, মরি, মরি, কি বাহার।
কিবা হার পয়োধরোপরে ;
ছাঁচি পানে দিয়ে খর, রঞ্জিয়াছি ওষ্ঠাধর ;
মেদিপাতা দিচি পদ্ম করে ;
নীল নেত্র মনোহর, যেন দুটী ইন্দীবর,
যোগ-ভঙ্গ অপাঙ্গের নাম ;
নবীন-যৌবন-ধন কারে করি বিতরণ,
পরিণেতা পোড়া বাঙ্গারাম ;
ঘরজামায়ে অন্নদাস, পড়ে গুলি খাচ্চে ঘাস,
বার মাস করে জ্বালাতন ;
এখনি নিকটে বসে, মাতা খাবে দাদ্ ঘসে,
ফাটা পায় ছিঁড়িবে বসন ;
থাকে যবে নিজ ঘরে, স্বহস্তে লাঙ্গল ধরে,
মাতায় বিচালি বাঁধি আনে ;
এমন চাসার কাছে, আমার কি সুক আছে,
কি আছে কপালে কেবা জানে।

অভয় কুমারের প্রবেশ।

অভ। কামিনি, এখন যে জেগে রয়েচ ?

কামি। টেবেলের উপর এক বোতল গোলাপজল আছে, ওটা সব তোমার গায় ঢেলে দাও ; আতর ল্যাভেণ্ডার মুখে রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে মাখ, তার পর আমার কাছে এস।

অভ। আমি তা কর্‌ব না।

কামি। 'অন্য অন্য জামাইরা ত করে।

অভ। তারা জামাই-বারিকের জাম্বুবান্, তাই করে।—ও কথাগুলিন আমি ভাল বাসি না, ওতে আমার অপমান বোধ হয়। কামিনি, তুমি এমন নির্দ্দয় কেন?

[কামিনীর চেয়ার ধারণ।

কামি। (নাক টিপিয়া) ওঁরে মাঁ গঁন্ধে মলুঁম, গঁন্ধে মলুঁম, গঁন্ধে মলুঁম, গঁন্ধে মলুঁম; কোঁথাঁয় যাঁবঁ, কিঁ কঁর্‌ব, কেমন কঁরে রাঁত্ কাঁটাব।—গঁন্ধে মলুঁম, গঁন্ধে মলুঁম, ওঁরে মা গঁন্ধে মলুঁম,—

অভয়। (চিৎ হইয়া পড়িয়া চীৎকার শব্দে) বাবা রে, মা রে, মলেম রে, মেরে ফেল্লে রে, কোথায় যাব রে!—

পাঁচি, হাবার মা, এবং পুরমহিলা-চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

হাবা। ওমা! আমি কোথায় যাব, কি হল, অভয় আমার অমন করে পড়ে কেন? গোঁ গোঁ কচ্চে যে।

পাঁচি। ফুলদিদি, কি হয়েছে?

কামি। হবে আবার কি?

বউ। অভয়কুমার, তুমি চেঁচাচ্ছিলে কেন?

অভ। কামিনী আমায় দেখে নাক টিপে নাকি স্বরে "ওঁরে মাঁ, গঁন্ধে মলুঁম, কোঁথায় যাঁব" বল্‌তে লাগ্‌ল, আমি ভাবলেম পেতনী।

বউ। (কামিনীর প্রতি) পোড়ারমুখি, সব বোন গুলিন এক, গন্ধ গন্ধ করে মরেন; ওঁদের গায় পদ্মের গন্ধ, আর ওঁদের ভাতারদের গায় পচা নর্দ্দমার গন্ধ। পোড়ারমুখীরে গন্ধ গন্ধ করে রোজ মিছেমিছি আদ মন গোলাপজল নষ্ট করে।—পাঁচি, দৌড়ে যা, ঠাকুরুণকে বল্‌গে, কোন ভয় নাই, অভয়কুমার ঘুমের ঘোরে ডরিয়ে উঠেছিল।

[পাঁচির প্রস্থান।

হাবা। শুল বা কখন, ঘুমুল বা কখন, এই ত এল।—ভূতের ওজা ডেকে বাছারে একবার ঝাড়িয়ে নাও, বোধ হয় পেতনীর দৃষ্টি হয়েচে,—

অভ। শুভদৃষ্টির সময় থেকে।

হাবা। ইষ্টদেবতার নাম কর।

বউ। তুমি শীগ্‌গির মর।

[কামিনী এবং অভয়কুমার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অভ। হাবার মার কথা শুনি, ইষ্টিদেবতার নাম করি।

কামি। পোড়ারমুখ, ছোট লোকের রীতির দোষ, অকারণ বউমার কাছে আমাকে লাঞ্ছনা খাওয়ালেন ; বউমাকে আমরা মায়ের মত মান্য করি, তার কাছে আমার এই ঢলাঢলি ; কাল্ সকালে কত ব্যাখ্খানা সইতে হবে , কারো কাছে মুখ দেখাতে পার্ব না ; দাদা শুনে কি বল্বেন, মাই বা কি ভাব্বেন।

অভ। তুমিইত এর কারণ।

কামি। আজ্ তোমারি এক দিন আর আমারি এক দিন, খাটে উঠ্বে আর ন-দিদির মত কর্ব,—নাতি মেরে নাবিয়ে দেব।

অভ। (দীর্ঘ নিশ্বাস) বটে এত দূর।

কামি। চক রাঙ্গাচ্ছ, মার্বে নাকি ?

অভ। গোঁয়ার হলে মাত্তেম ;—(দীর্ঘ নিশ্বাস)—কামিনী, আমি তোমার স্বামী ; কামিনী, আমি জন্মের মত যাই, তোমাকে একটী কথা বলে যাই ; তোমার কথায় আমার চক্ষু দিয়ে কখন জল পড়ে নি আজ পড়্ল,—

কামি। আমার মাতা খাও, রাগ করো না, খাটে এস।

অভ। এ শরীরে আর না।

[প্রস্থান।

কামি। কত বার অমন রাগ দেখিচি। (খট্টাঙ্গ উপরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন এবং ক্ষণকাল পরে খট্টাঙ্গে উপবেশন—দীর্ঘ নিশ্বাস) ঘুম ত হয় না। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমি ত বিষম জ্বালায় পড়্লেম,—"আজ পড়্ল"—আমিও ত আর রাখ্তে পারি নে, আমারও "আজ পড়্ল"—(রোদন)। "তারা জামাই-বারিকের জাম্বুবান"—"গোঁয়ার হলে মাত্তেম"—"আজ পড়্ল"।—ওমা কি করি বুক যে ফেটে যায়।

পাঁচির প্রবেশ।

পাঁচি। ফুলদিদি, তুমি এমন সর্ব্বনাশ করেচ, জামাই বাবুকে নাতি মেরেচ ; কর্ত্তার কাছে জামাই বাবু কাঁদ্তে কাঁদ্তে বল্লেন।

কামি। নাতি মেরেচি বলেচে ?

পাঁচি। নাতি মাত্তে চেয়েচ।

কামি। বাবা কি বল্লেন ?

পাঁচি। কর্ত্তামহাশয় গালে মুখে চড়াতে লাগ্লেন, আর বল্লেন অমন মেয়ের আর মুখ দর্শন কর্ব না,—

কামি। অভয় কোথায় ?

পাঁচি। কর্ত্তামহাশয় কত বল্লেন, তা তিনি শুন্‌লেন না, রাগ করে চলে গিয়েচেন।

কামি। তবে আমাকে একখান খুর এনে দাও, আমি মেজদিদির মত করি,—

পাঁচি। তুমি যাও কোথা ?

কামি। মেজদিদির কাছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন—পদ্মলোচনের মঠ।

অভয়কুমার এবং পদ্মলোচনের প্রবেশ।

অভ। দাদা, আর ত হাত পুড়িয়ে খেতে পারি নে। তুমি যদি অনুমতি দাও, আমি কণ্ঠীবদল করি; আর কিছু করুক না করুক দু বেলা দুটো রেঁধে ত দেবে।

পদ্ম। হাত পোড়ান ছলনা, স্ত্রীলোক নইলে থাক্‌তে পার না তাই বল। তুমি এমনি মাগ মুকো, আবার পদাঘাত ভোজন কত্তে দেশে যেতে চাও।

অভ। পদাঘাত করে নি, কত্তে চেয়ে ছিল।

পদ্ম। এইবার গেলে হবে।

অভ। আমি ভাবছিলেম আর একটা পরীক্ষা করে দেখি; শশুর বাড়ী যাই, যদি স্নেহ মমতা করে, তবে সংসারধর্ম্ম করি; কখন কখন তার স্বভাবটা বড় মিষ্টি হয়; কিন্তু দাদা, গ্যাদা মনে হলে সেখানে আর যেতে ইচ্ছা করে না, চিরকাল এইরূপ বাবাজী হয়ে থাক্‌তে ইচ্ছে করে।

পদ্ম। আমি ত ভাই, বেশ্ আছি, এক বৎসর বৈষ্ণব হইচি, হাড় গোড়-গুলো যোড়া লেগেচে।

অভ। না দাদা, যেতে আর মন সরে না; আবার যদি পদাঘাতের পালা পড়ে তা হলে হাতেরও যাবে পাতেরও যাবে, আবার কষ্ট করে বৃন্দাবনে

আস্‌তে হবে।—আমার যদি প্রথম স্ত্রী থাকৃত, তা হলে আমি জামাই-বারিকে জন্মের মত জলাঞ্জলি দিয়ে নিজ বাটীতে সংসারধর্ম্ম কত্তেম।

পদ্ম। মোদ্দা কথাটা, একটা মেয়ে মানুষ চাই।

অভ। ব্রজবাসিনীদের সন্ধান নিছিলে।

পদ্ম। যাদের কেলিকদম্বের তলায় দেখেছিলে।

অভ। এমন মনোহর মাধুরী কখন দেখি নাই, যেমন রূপ তেমনি পরিচ্ছদ; স্বভাব যতদূর নরম হতে হয়;—নরম স্বভাব স্ত্রীলোকের প্রধান ভূষণ।

পদ্ম। মাধব বৈরাগী বহুকাল বৃন্দাবনে আশ্রয় করে আছেন; তিনি নিতান্ত দৈন্য নন, তাঁর আশ্রমের চারিদিকে ফুলের বাগান, বাগানের প্রান্ত-ভাগে অতিথিশালা, সেখানে নিত্য সদাব্রত। তাঁর পূর্ব্ববাস কলিকাতার দক্ষিণ বারিপুর গ্রাম। তারা তাঁরি মেয়ে।

অভ। চারিটীই?

পদ্ম। বড়টী তাঁর বৈষ্ণবী, ছোট তিনটী তাঁর কন্যা।

অভ। বড় মেয়েটীকে যদি আমায় দেয়, আমি কণ্ঠীবদল করি।

পদ্ম। আমার ইচ্ছা ছোট দুটিকে যোড়া বিয়ে করি, বিয়ে করে বৃন্দাবনে একবার শম্ভুনিশম্ভুর যুদ্ধ দেখি।

অভ। ওদের যে নরম প্রকৃতি, ওরা বোধ করি সতীনের সঙ্গেও ঝকড়া কত্তে পারে না।—এমন নিটোল গোল গঠন কখন দেখি নাই; ওদের গায় গহনা দিলে কি শোভাই হয়।

পদ্ম। মৃণালে সোণার তাগা পরালে যা হয়।

অভ। দাদা, তুমি ওদের বাড়ী গিছিলে?

পদ্ম। গিছিলেম। মাধব বৈরাগী পরম ধার্ম্মিক, অতি মিষ্টস্বভাব; আমায় অতিশয় আদর কল্লেন, আর বল্লেন "বাবাজী, তুমি নূতন বৈষ্ণব, তোমার যখন যে সাহায্য আবশ্যক হয় আমাকে বলো"।

অভ। অমন বাপ না হলে অমন মেয়ে জন্মায়?—মেয়েরা তোমার কাছে এল?

পদ্ম। আমি ত আর এখানে পত্নীদ্বয়ের পদাঘাতাহারী পদ্মলোচন বাবু নই যে তারা ভয় করবে; আমি এখানে বৈষ্ণবচূড়ামণি পদ্ম বাবাজী; তারা নির্ভয়ে আমার কাছে বসে কথা কইতে লাগল।

অভ। দাদা, আমি এক দিন যাব ?

পদ্ম। যে দিন ইচ্ছা।

অভ। বড় মেয়েটী কথা কইলে ?

পদ্ম। দুটী একটী। বড় মেয়েটী বড় লজ্জাশীলা, ছোট দুটী তত নয়, মাধবের বৈষ্ণবী ত রস-সরোবর, নাক দে মুক দে চক দে কথা কয়।

অভ। তিনি কি এদের মা ?

পদ্ম। এদের মা নাই, বৈষ্ণবীর সঙ্গে মাধব সম্প্রতি কণ্ঠীবদল করেচেন।

অভ। দাদা, তুমি বৃন্দাবনে আছ তা কেউ জানে ?

পদ্ম। জনপ্রাণী না। আমি দেখ্‌লেম, দু সতীনে আমাকে ছেড়ে পরস্পর কাটাকাটি আরম্ভ কর্‌লে, তাই কারো কিছু না বলে চলে এলেম। তবে বৃন্দাবনে এসে আমার ভাইপোকে একখানি চিটি লিখিচি, কিন্তু তাঁকে বারণ করে দিইচি আমার বৈষ্ণবাশ্রম কেহ না জান্‌তে পারে।—তোমার কথা কেউ জানে ?

অভ। আমার আছে কে তা জান্‌বে ?—দাদা, বৈষ্ণবীদের সঙ্গে কণ্ঠীবদলের কথা হল ?

পদ্ম। তারা স্বয়ম্বরা হবে।

অভ। তবে ত আমার আশা নাই।

পদ্ম। তুমি এখন সাধু পুরুষ, এক দোষ ছিল গুলি, তা তুমি বৈষ্ণব হয়ে ছেড়ে দিয়েচ ; তোমায় পেলে আর কারো নেবে না।

অভ। তবে দেশের আশা ছেড়ে দিই ?

পদ্ম। ভাল করে বিবেচনা করা যাক্।

অভ। আর একবার দেখ্‌লে হত, কিন্তু অনেক কাঠ খড়।—না দাদা, তোমায় পাচিকা এনে দিচ্চি, এই খানেই ভরাভর।

পদ্ম। আমি আহারের যোগাড় দেখি।

অভ। আমি মাধবের আশ্রমে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন—মাধব বৈরাগীর আশ্রম।

এক দিকে মাধব অপর দিকে পদ্মলোচনের প্রবেশ।

পদ্ম। দণ্ডবৎ বাবাজি।

মাধ। দণ্ডবৎ বাবাজি।

পদ্ম। বাবাজীর মঙ্গল?

মাধ। রাধাকৃষ্ণের প্রসাদাৎ সকলি মঙ্গল।—বাবাজী বসুন।

পদ্ম। যে আজ্ঞা বাবাজী।

মাধ। ছোট বাবাজীর স্বভাব অতিমিষ্ট, আমার বৈষ্ণবী এবং কন্যা তিনটী তাঁকে অতিশয় ভালবাসে। কণ্ঠিবদলে সকলেরি মত হয়েচে, এখন আপনারা অনুগ্রহ কর্‌লেই হয়।

বৈষ্ণবী-চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

পদ্ম। বাবাজি, আপনি বৈষ্ণব-কুলতিলক, বৃন্দাবন-ভূষণ; আপনার সরলস্বভাবা সুশীলা তনয়ার পাণিগ্রহণ করা সাধারণ শ্লাঘা নয়; তবে একটা প্রতিবন্ধকতা ছিল।

প্রথম বৈষ্ণ। কি বাবাজি।

পদ্ম। অভয়কুমারের একটি স্ত্রী ছিল।

প্রথম বৈষ্ণ। তা ত ছোট বাবাজী বলেচেন; তার পায়ের এমনি জোর, ছোট বাবাজীকে এক পদাঘাতে বৃন্দাবনে ছুড়ে ফেলে দিয়েচে—

"দেহি পদ-পল্লবমুদারম্"।

পদ্ম। আপনাদের ছোট বাবাজী অতিশয় স্ত্রৈণ, সেই পদাঘাত-প্রহারিণী প্রমদার কাছে পুনরায় গমন কর্‌বার মনস্থ করেছিলেন; বলেন প্রমদার উগ্রস্বভাব হক্ কিন্তু তার হৃদয় স্নেহশূন্য ছিল না।

প্রথম বৈষ্ণ। বাবাজি, তার স্নেহটা পায়ের দিকে অধিক নেবে পা ফুটো হয়েছিল।

মাধ। তবে তিনি আমার কন্যার সঙ্গে কণ্ঠীবদলে মত্ দিলেন কেমন করে?

পদ্ম। সম্পূর্ণ মত্ দেন নাই ; তাঁর মনটা পারাণি নৌকার মত একবার কেশবপুর একবার বৃন্দাবন যাতায়াত কচ্ছিল।

প্রথম বৈষ্ণ। কুঞ্জবনে বাজ্‌লে বাঁশী, ঘরে রয় না মন,
শ্যাম রাখি কি কুল রাখি, রাধা ভেবে উচাটন।

দ্বিতীয় বৈষ্ণ। সে স্ত্রীর কাছে যাওয়াই স্থির করেচেন, বাবাজি ?

পদ্ম। থাক্‌লে যেতেন।

দ্বিতীয় বৈষ্ণ। সে স্ত্রীর কি হয়েচে ?

পদ্ম। এই লিপি পাঠ কর ; আমার ভ্রাতৃপুত্রের লিপি।

প্রথম বৈষ্ণ। বাবাজি, অনুমতি করেন ত সমুদায় লিপিখানি পাঠ করি।

পদ্ম। স্বচ্ছন্দে।

প্রথম বৈষ্ণ। (লিপি পাঠ)

"শ্রীচরণাম্বুজেষু

আপনার লিপি প্রাপ্ত হইলাম। জীবন থাকিতে আর গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন না, মনস্থ করিয়াছেন। আপনি ভবনমধ্যে যে ভীষণ দর্শন দর্শন করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যাগমন কখনই মনোমধ্যে উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু খুল্লতাত মহাশয়, অবস্থার পরিবর্ত্তনে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় ; আপনি যদি খুড়ীমাদিগের দুরবস্থা এক্ষণে একবার দর্শন করেন, আপনি দয়ার্দ্রচিত্তে আবাসে আসিয়া বাস করিবেন সন্দেহ নাই। যে ভবনে অহরহ কলহ-কোলাহলে বায়স বসিতে পাইত না, সেই ভবন এক্ষণে শূন্যময়, নীরব,—সূচিকাপতন শব্দ শ্রবণগোচর হয়। সর্ব্বাচ্ছাদক-স্বামি-শোকে স্বপত্নীযুগল বিগ্রহের চিরসন্ধি করিয়া অবিরল-বিগলিত-জলধারাকুললোচনে গলাগলি হইয়া রোদন করিতেছেন ;—শীর্ণ কলেবর, মলিন বসন, দীন নেত্র, আলুলায়িত কেশ। ছোট খুড়ী রন্ধন করিয়া বড় খুড়ীকে খাওয়াইতেছেন, বড় খুড়ী রন্ধন করিয়া ছোট খুড়ীকে খাওয়াইতেছেন ;—একত্রে উপবেশন, একত্রে শয়ন, একত্রে রোদন ; দেখিলে বোধ হয় যেন দুটী স্নেহভরা বিধবা সহোদরা ; কেবল "হা নাথ ! তুমি কোথায় গেলে !" বলিয়া বিষাদ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, আর বলিতেছেন "পাপীয়সীর সম্পূর্ণ শাস্তি হইয়াছে, এক্ষণে তুমি বাড়ী এস, আর কলহ শুনিতে পাইবে না"। আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে

যতদূর বুঝিতে পারি, বোধ হয় আপনি যদি ভবনে পুনরাগমন করেন, এক্ষণে আপনি সুখী হইবেন।

অভয় কাকার স্ত্রী অত্মহত্যা করিয়াছেন। ইতি সেবক

শ্রীনলিনিনাথ রায়।”

বাবাজি ছোট বাবাজী স্ত্রৈণ, না আপনি স্ত্রৈণ, লিপি শুনে আপনার চক্ষে জল কেন ?

পদ্ম। লিপি শুনে তোমার ছোট বাবাজী গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেচেন, দু দিন বিছানা থেকে উঠেন নি। বলেন “আমি তার সেই রাগ রাগ মুখখানি আর দেখ্‌তে পাব না।”—এমনি স্ত্রৈণ, দু দিন খেলে না।

প্রথম বৈষ্ণ। ভাব্‌লেন, পদাঘাতের উপসংহার হল।

দ্বিতীয় বৈষ্ণ। আপনি দেশে যাবেন ?

পদ্ম। চিটি পড়ে মনটা কেমন হয়েচে, আর না গিয়ে থাক্‌তে পারি নে। অভয়কুমারকে তোমাদের এখানে রেখে, আমি দেশে যাই।

প্রথম বৈষ্ণ। ছোট বাবাজী ঘরজামায়ে হবেন না কি ?

পদ্ম। ‘ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।’

মাধ। এক্ষণে আর প্রতিবন্ধকতা নাই ?

পদ্ম। কিছুমাত্র না।

মাধ। তবে দিন স্থির করুন।

পদ্ম। কথাবার্ত্তা স্থির হক্‌।

মাধ। বৈষ্ণব ভিখারীর বিয়েতে কথা আর বার্ত্তা।

প্রথম বৈষ্ণ। দেওয়া থোওয়ার বিষয় বল্‌চেন ?

পদ্ম। সেও ত একটা কথা বটে।

প্রথম বৈষ্ণ। প্রভু।

মাধ। কি বল্‌চ বৈষ্ণবি ?

প্রথম বৈষ্ণ। একটী হীরার আংটী দেব।

মাধ। অবশ্য।

প্রথম বৈষ্ণ। আর মেয়েকে আটগাছি সোণার দমদম।

পদ্ম। তোমার মেয়ে, তুমি যা ইচ্ছে তাই দিতে পার।

প্রথম বৈষ্ণ। আপনি কেবল বরাভরণের বিষয়টী শুন্‌তে চান। কলিকাতার মত ফর্‌বেন না ; ছেলে যদি একটু ভাল হয়, রত্নাগর্ভা জননী আঙ্গোট্‌

পাত্ত পেতে বস্‌লেন, ঘড়ী দাও, ছড়ী দাও, সাল দাও, ছেলেকে একটী সোণার লেজ গড়িয়ে দাও। এটা অতি নীচ প্রবৃত্তি; মেয়ে যদি চকে লাগ্‌ল, মেয়ের বাপের যেমন সঙ্গতি তেমনি নিয়ে বিয়ে কর।

মাধ। আমি দীন দুঃখী, বরাভরণ কোথায় পাব।

প্রথম বৈষ্ণ। প্রভু।

মাধ। কি বল্‌চ বৈষ্ণবি?

প্রথম বৈষ্ণ। আপনি ত তামাক খান না, আপনি যদি অনুমতি করেন, মল্লিক বাবুরা আপনাকে যে ফর্‌সিটে দিয়ে গেছেন, সেটা বরাভরণ বলে দিই।

মাধ। বৈষ্ণবীর ইচ্ছে আর কৃষ্ণের ইচ্ছে, আমার তাতে সম্পূর্ণ ইচ্ছে।

প্রথম বৈষ্ণ। বাবাজি, আপনারা কিছু দেবেন না?

পদ্ম। ছোট বাবাজী অনেক বরাভরণ পেয়েছিলেন, কিন্তু সঙ্গে কিছুই নাই।

প্রথম বৈষ্ণ। থাকবের মধ্যে ভৃগুপদ-চিহ্ন।

পদ্ম। একছড়া সোণার গোট আছে তাই দেবেন।

মাধ। অদ্য রাত্রিতে শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন করা যাক্।

পদ্ম। আচ্ছা বাবাজি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন—পদ্মলোচনের মঠ—অভয়কুমারের শয়নঘর।

পদ্মলোচন এবং অভয়কুমারের প্রবেশ।

পদ্ম। ভায়া, তোমার বৈষ্ণবী রান্নাঘর আলোময় করে ফেলেচেন, বাছার কি মধুর স্বভাব! যখন আমাদের পরিবেশন কত্তে লাগ্‌লেন, হাতখানি অন্নপূর্ণার হাতের মত দেখাতে লাগ্‌ল।—'বক্তার মাগ মরে, কমবক্তার ঘোড়া মরে,' তা তোমাতেই ফল্ল।

অভ। আহারটা হল কেমন?

পদ্ম। পরিপাটী।

অভ। বৈষ্ণবীর সেট্ হাণ্ড।

পদ্ম। মাধব বৈরাগীর অত বড় আশ্রমের সমুদায় রান্না তোমার বৈষ্ণবীর জিম্মা ছিল।

অভ। দাদা, বৈষ্ণবীকে দিয়ে একদিন পাঁটা রাঁধা যাক্।

পদ্ম। তুমি কোন্ দিন মজাবে। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ মাধব বাবাজীর কন্যা; ওঁয়াকে অমন কথা কখন বলো না; কণ্ঠীবদলের ডাইভোর্স আছে।

অভ। মন জেনে তবে বল্‌ব; আমি এখনো বৈষ্ণবীর সঙ্গে কথা কই নি, তার মুখ দেখি নি।

পদ্ম। তোমার বিছানার যে বড় বাহার, গদির উপর সুচুনি পাতা, বালি-আড়ং;—দানে পেলে না কি?

অভ। তা নইলে আর কোথায় পাব, দাদা।

পদ্ম। আমি প্রস্থান করি, বৈষ্ণবী এখনি তামাক দিতে আস্‌বেন।

[প্রস্থান।

অভ। (স্বগত) লালাবাবুদের মন্দিরের মুহুরিগিরিটে গ্রহণ কত্তে হল, তা নইলে বৈষ্ণবীকে সুখে রাখ্‌তে পার্‌ব না।—বৈষ্ণবী আমার নম্রতার নব-নলিনী; ইচ্ছা প্রকাশ না কত্তে সম্পাদন করেন; সার্থক বৃন্দাবনে এসেছিলাম।

[শয়ন।

সটকায় ফুঁ দিতে দিতে বৈষ্ণবীর প্রবেশ এবং সট্‌কার নল ধীরে ধীরে অভয়কুমারের মুখে দিয়া বিছানায় বসিয়া অভয়কুমারের পদসেবন।

বৈষ্ণবি, তুমি আহার কর গে, আমি নিদ্রা যাই।

[ধূমপান।

বৈষ্ণ। যতক্ষণ আপনার নিদ্রা না আসে, আমি ততক্ষণ আপনার পদসেবা কর্‌ব, আপনার নিদ্রা এলে আমি রান্নাঘরে যাব, হাঁড়ী তুলে এসিচি, হেন্‌শেল পেড়ে এসিচি।

অভ। বৈষ্ণবি, তুমি আহার কর গে, পদসেবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় নি।

বৈষ্ণ। আমাদের আশ্রমের পুস্তকে পড়িচি, নারায়ণ ভোজন করে শয়ন কর্‌লে লক্ষ্মী পদসেবা কত্তেন।

অভ। বৈষ্ণবি, আমি তোমার মধুর বচনে মোহিত হলেম, তুমি মুখ তুলে আমার সঙ্গে কথা কও।

বৈষ্ণ। (দীর্ঘ নিশ্বাস) মা! (অভয়কুমারের চরণযুগল বক্ষে ধারণপূর্ব্বক চুম্বন—বৈষ্ণবীর চক্ষের জল চরণে পতন।)

অভ। বৈষ্ণবি, তুমি কাঁদ্‌চ?

বৈষ্ণ। (মুখ তুলিয়া) আমার দুটী বাসনা ছিল।

অভ। বল, আমি প্রাণ দিয়ে সম্পাদন কর্‌ব।

বৈষ্ণ। এক বাসনা—তোমার পা দুখানি বুকে করে চুম্বন কর্‌ব, আর এক বাসনা—স্বহস্তে তামাক সেজে এই ফর্‌সিতে তোমাকে খাওয়াব।

অভ। (এক দৃষ্টে বৈষ্ণবীর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া) কেন?

বৈষ্ণ। নাথ, আমি তোমার পাতকিনী কামিনী।

[মূর্চ্ছিতা হইয়া পতন।

অভ। আমার কামিনী,—কামিনীর এই দুরবস্থা—(কামিনীর মস্তক ঊরুতে ধারণ করিয়া জলপ্রদান) কামিনী, কামিনী।—আমার সেই কামিনী, এমন হয়েচে, চেনা যায় না।—কামিনী, কামিনী কথা কও।

বৈষ্ণ। নাথ, আমাকে পাপীয়সী বলে যদি গ্রহণ না কর, আমার আর আক্ষেপ নাই; আমার যা বাসনা ছিল, তা আজ সফল করিচি। আমি আজ্ দু মাস তোমার অন্বেষণে বেড়াচ্চি;—বাপ মুখ দেখেন না, মা মুখ দেখেন না, দাদা কথা কন না, ভেজেরা গঞ্জনা দেন।—আমি কোথায় যাই, আমার কে আছে।—দেখ্‌লেম, সকল আবদার স্বামীর কাছে।—আমি তোমার অন্বেষণে বেরুলেম।

অভ। কামিনী, তুমি আর কেঁদ না; আমি তোমারি; আমি অতি নিষ্ঠুরের ন্যায় ব্যবহার করিচি।

বৈষ্ণ। নাথ, আমিই তার মূল—

অভ। কামিনী, তুমি আমার জন্যে এত কষ্ট কর্‌বে জান্‌লে আমি কখন বৃন্দাবনে আস্‌তেম না।

বৈষ্ণ। তোমার জন্যে কষ্ট কর্‌ব না ত কার জন্যে কষ্ট কর্‌ব।—সেই পাপ রাত্রিতে তোমার চক্ষে জল দেখ্‌লেম; তুমি বল্লে "আজ্ পড়্‌ল," আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল। সেই রেতে আত্মঘাতিনী হচ্ছিলেম, তা পাঁচি হতে দিলে না। যদি সে রেতে তোমাকে পেতেম, আমি তোমার পা দুখানি জড়িয়ে ধরে রাগ নিবারণ কত্তেম।

অভ। কামিনী, সে রেতের কথা তুমি আজও মনে করে রেখেচ?

বৈষ্ণ। সে রাত্রি আমার কালরাত্রি; স্বামী-হারা হলেম।—সে রাত্রি আমার শুভরাত্রি; স্বামীর মর্ম্ম জানলেম্। (উপবেশনানন্তর অভয়কুমারের হস্ত ধরিয়া) নাথ, আমি কাঙ্গালিনীর বেশে ভিখারিণী বৈষ্ণবী সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখখানি দেখ্‌ব বলে কত দেশে গেলেম। আজ আমার পরিশ্রম সফল হল; এখন তুমি পাতকিনীকে ক্ষমা কর, আমি তোমাকে একবার "অভয়" বলে ডাকি।

অভ। কামিনী, তুমি পাপের অধিক প্রায়শ্চিত্ত করেচ। তোমার ক্লেশ দেখে আমি যারপরনাই প্রাণে ব্যথা পাচ্চি; তুমি শান্ত হও, আমি আর তোমার কাছ ছাড়া হব না।

[মুখচুম্বন।

বৈষ্ণ। অভয়, তুমি এই ফর্‌সিটীতে তামাক খেতে ভালবাস্‌তে, আমি তাই উটী বড় যত্ন করে রেখিচি।

অভ। কামিনী, তোমার স্নেহের সীমা নাই।

বৈষ্ণ। অভয়, তুমি ঘরে এসে আপনি তামাক সেজে খেতে, আর আমি খাসগ্যাদারি কোচে বসে থাকৃতেম। এখন ভাবি, কেন আমি দৌড়ে গিয়ে তোমার হাত থেকে কল্‌কে কেড়ে নিয়ে তামাক সেজে দিতাম না, আর আঁচল দিয়ে তোমার হাতটী মুছিয়ে দিতাম না।—এখন আমি রোজ তোমাকে তামাক সেজে দেব।

অভ। আমি কল্‌কে কেড়ে নেব। কামিনী, তুমি আমার আদরমাখা কামিনী, তোমাকে কি আমি আর কিছু কষ্ট কত্তে দেব।

বৈষ্ণ। অভয়, তোমাকে আমি দেশে নিয়ে যাব, আর এখানে থাকৃতে দেব না।

অভ। দেশে যাব, কিন্তু জামাই-বারিকে আর যাব না।

বৈষ্ণ। সেখানে যাবে কেন, আমি যে বিষয় পেয়েচি তাই নিয়ে তোমার বাড়ীতে বাস করব; আর যদি তোমার ইচ্ছা হয়, এখানেই তোমার পদসেবা করব, বৈষ্ণবীর বেশ আর ত্যাগ করব না।

অভ। বড় বৈষ্ণবীটী কে?

বৈষ্ণ। ময়রা দিদি।

অভ। মাইরি?

বৈষ্ণ। ময়রা দিদিই ত আমায় নিয়ে এল, ওর কল্যাণেই ত তোমাকে পেলেম।

অভ। তোমরা বুঝি মাধব বৈরাগীর আশ্রমে এসে উঠেছিলে?

বৈষ্ণ। মাধব বৈরাগী কে বুঝ্‌তে পাচ্চ না?

অভ। না।

বৈষ্ণ। ও যে আমাদের ময়রা বুড়ো।

অভ। বল কি? শালা এমন বৈরাগী সেজেচে কিছুমাত্র চেনা যাচ্চে না।— ছোট বৈষ্ণবী ছুটী?

বৈষ্ণ। ব্রজবালা।

ভবী ময়রাণীর প্রবেশ।

ভবী। ছোট বাবাজি, দণ্ডবৎ।

বৈষ্ণ। পোড়ারমুখী রঙ্গ নিয়েই আছেন।

ভবী। ছোট বাবাজি, দণ্ডবৎ।

অভ। রসে যে খসে পড়্‌চ; শালীকে বৈষ্ণবীর বেশে এমন সুন্দর দেখাচ্চিল।

ভবী। তবু ত আমার কণ্ঠী কণ্ঠে দিলে না।

অভ। তুমি যে শ্বাশুড়ী।

ভবী। বৃন্দাবনের নাড়ী ভুড়ি,
দিদি শ্বাশুড়ী শ্বাশুড়ী,
দেড় কুড়িতে এক কুড়ি,
বড়াই বুড়ী নবীন ছুঁড়ী,
চেনা যায় না বামন শুঁড়ি,
বৈষ্ণব ঠাকুরুণ সাগ্‌রী খুড়ী,
খেয়ে বেড়াচ্চেন তপ্ত মুড়ী,
মাগ্‌গি বেলোয়ারির চুড়ী,
কণ্ঠীবদল ঝুড়ি ঝুড়ি।

অভ। ময়রা দিদি, মাধব বৈরাগী তোমার কে?

ভবী। ভেকের ভাতার।

অভ। ভেকের ভাতার কেমন ?

ভবী। হৃদয়-কঠোর কৃষ্ণধন।

অভ। কামিনীর আমি কি ?

ভবী। দাদার মতন ভাতারটী।

[হাস্য।

বৈষ্ণ। পোড়ার মুখ, হেসে গেলেন একেবারে।

অভ। ময়রা দিদি, তোমরা এলে কেমন করে ?

ভবী। নাত্‌জামাই,—খুড়ি,—ছোট বাবাজি দণ্ডবৎ।

বৈষ্ণ। আবার রঙ্গ !

ভবী। নাত্‌জামাই, তুমি ত ভাই, সেই রেতে চলে এলে।—সকালে বাবুদের বাড়ী লোক ধরে না ; আমি তাড়াতাড়ি কামিনীর ঘরে গেলেম, দেখি কামিনীর এক চক্ষে শত ধারা, কামিনীর সেই অহঙ্কার-প্রফুল্ল মুখখানি এতটুকু হয়ে গেচে। কামিনীর স্নেহের স্রোত অহঙ্কার-পাহাড়ে আট্‌কে ছিল, ক্রমে স্রোত প্রবল হয়ে পাহাড় ভেদ করে বহিতে লাগ্‌ল ; কামিনী কারো সঙ্গে কথা কয় না, কেবল আমার গলা ধরে বল্লে "ময়রা দিদি, আমি কলঙ্কিনী হইচি, সতীর সর্ব্বস্বধন স্বামীর অবমাননা করিচি।"—ঐ দেখ, কামিনীর ডাগর চক সাগর হয়ে উঠ্‌ল।—কেন দিদি, আর কাঁদ কেন, যার জন্যে কান্না, তাকে ত পেয়েচ।

বৈষ্ণ। ময়রা দিদি, তুমিও যে কাঁদ্‌চ ভাই।

অভ। তার পর ?

ভবী। কামিনী নায় না, খায় না, পরে না, চুল বাঁধে না, কেবল কাঁদে আর বলে আপনার সর্ব্বনাশ আপনি কর্‌লেম। পূজার সময় পাঁচ মেয়েতে নতুন কাপড় পরে আমোদ কত্তে লাগ্‌ল, কামিনী একাকিনী একখানি ময়লা কাপড় পরে ঘরের মেজেয় বসে কাঁদ্‌চেন ; আমি কাছে গেলেম, বল্লে "ময়রা দিদি, আমার খাওয়া পরা ঘুচে গেচে, আমার স্বামীর উদ্দেশ নাই।"—ঐ দেখ, কামিনী আবার কাঁদ্‌ল, আমি ভাই, ইতি করি।

বৈষ্ণ। বল্‌ না, অভয় শুন্‌তে চাচ্চে।

অভ। তোমরা বেরুলে কবে ?

ভবী। তোমার অনুসন্ধানে দেশ দেশান্তরে লোক গেল, সকলেই নিরাশ হয়ে ফিরে এল ; দাওয়ানজী তোমাকে জামালপুরের ষ্টেশনে ধরে ছিলেন, তা

তুমি বল্লে "যে বাড়ীতে স্ত্রী স্বামীকে নাতি মারে, সে বাড়ীতে আমি আর যাব না।" ক্রমশঃ তোমার আশা সকলেই ছেড়ে দিলে, কেবল একজন ছাড়্‌লে না; তোমার নাম আর কিছুতেই রইল না, কেবল কামিনীর হৃদয়ে। কামিনী এক দিন আমাকে বল্লে "অন্য কেউ তাকে আন্‌তে পারবে না, আমি গেলে আন্‌তে পারি, আমি পতির অন্বেষণে যাব স্থির করিচি, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।" আমি ময়রা বুড়োর কাছে উপস্থিত হলেম, বল্লেম "ময়রা বুড়ো, তুমি কার?" সে বল্লে "আগে ছিলেম কামিনীর, এখন তোমার।"

বৈষ্ণ। পোড়ার মুখ, মরে যাও।

ভবী। আমি বল্লেম তবে পাত্‌ দত্‌ তোল, আমার সঙ্গে তীর্থে যেতে হবে। সে অমনি কাপড় চোপড় পরে মাতায় পাগ্‌ড়ি 'ঙ'টী হয়ে আমাদের সেত হয়ে চল্ল। দেশে সোরৎ হল, কামিনী ময়রা বুড়োর সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েচে।

অভ। শালার মাতার টাক্‌ দেখ্‌লে আমাদেরি বেরুতে ইচ্ছে করে।

ভবী। তোমার বাড়ীতে গেলেম, ভোঁ ভাঁ, কেউ কোথাও নাই। সেখানে এক নূতন বিপদ উপস্থিত;—তোমার সেই ভাঙ্গা ঘরের মেজেয় পড়ে কামিনীর আছ্‌ড়াপিছ্‌ড়ি করে কান্না; বলে "এতদিন সোণার খাঁচায় ছিলেম আজ আমি নিজ বাড়ীতে এলেম, এই ভাঙ্গা ঘর আমার সোণার অট্টালিকা; ময়রা দিদি, তুই যা, আমি এই ভিটেয় পড়ে থাকি, অভয় শুন্‌লে আমাকে গ্রহণ কর্‌বে।"

অভ। ময়রা দিদি, এ বারে আমি কাঁদ্‌লেম; কামিনী আমার জন্যে এত কষ্ট করেচেন।

ভবী। তার পর ভাই আমি কল কৌশলে পদ্ম বাবাজীর ভাইপোর কাছে জান্‌লেম তুমি বৃন্দাবনে পদ্মবাবাজীর মঠে আছ। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পাতন' মনচোরার অনুসন্ধানে বিনোদিনীকে সঙ্গে লয়ে বাহু দোলাতে দোলাতে বৃন্দাবনে এলেম। তার পরে কেলিকদম্বলতায় বনমালীর প্রথম দর্শন; পূর্ব্বরাগ অর্থাৎ পদাঘাত-স্মরণ; বিনোদিনীর বৈষ্ণবীর বেশ; মাধব বৈরাগীর আশ্রম; স্বস্তি সকলমঙ্গলালয়; লগ্নপত্র; কণ্ঠী বদল; মিলন। ইতি পতি উদ্ধার পালা শেষ।

অভ। রাম কল্লেন সীতা উদ্ধার, কামিনী কল্লেন পতি উদ্ধার।

বৈষ্ণ। ময়রা দিদি আমার প্রধান সহায়, ওরে এক ছড়া মুক্তার মালা দেব।

ভবী। তোর ভাতারের গলায় দে, সাজ্‌বে ভাল।—কামিনী, তোর মুখে আজ্‌ হাসি দেখে আমার প্রাণ জুড়াল।

[বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

অভ। পদ্মবাবু আস্‌চেন।

পদ্মলোচনের প্রবেশ।

পদ্ম। তোমার শ্বশুর এসেচেন।

অভ। মাধব বৈরাগী ?

পদ্ম। বিজয়বল্লভ।

অভ। কোথায় আছেন ?

পদ্ম। মাধব বৈরাগীর সঙ্গে এখানে আস্‌চেন।—মিন্‌ষে "কামিনী কামিনী" বলে মাধবের গলা ধরে কাঁদ্‌চে ; কামিনী পতি উদ্ধার করেচে শুনে আনন্দের সীমা নাই, মাধবকে ষোল ভরির সোণার হার পারিতোষিক দিয়েচেন।

ভবী। রক্তের টান, রাগ করে কি থাক্‌তে পারেন, ছুটে বেরিয়েচেন।

পদ্ম। উনি কে, আমাদের বৈষ্ণব ঠাকুরুণ না ?

ভবী। দণ্ডবৎ বাবাজি।

অভ। উনি আমার দাদা হন।

ভবী। নাত্‌জামায়ের ভাই,
শালা বল্লে ক্ষতি নাই।

পদ্ম। ময়রা দিদি, সব কল্লে ঘটক বিদায় কল্লে না।

ভবী। ঘটক বিদায় দেব।

পদ্ম। কি ?

ভবী। ছোট মেগের হাতে রূপ-বাঁধান শতমুখী।

পদ্ম। তাদের আর সে ভাব নাই।—এঁরা আসচেন।

ভবী। আমি যাই।

[প্রস্থান।

পদ্ম। ভায়া, আমি তোমাদের সঙ্গে দেশে যাব।

অভ। তোমাকে কি আমি রেখে যাই।

বিজয় বল্লভ, মাধব বৈরাগী এবং কামিনীর প্রবেশ।

বিজ। (কামিনীর হস্ত ধরিয়া) বাবা অভয়, তুমি আমার কামিনীকে ক্ষমা কল্লে ত ?

অভ। মহাশয়, কামিনী সাবিত্রী অপেক্ষাও সাধ্বী, কামিনীকে আমি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিচি।

বিজ। তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, দেশে চল।

মাধ। এখন আমার আশ্রমে চলুন।

বিজ। তোমার আশ্রমে আজ্ মোচ্ছব।

সকলের প্রস্থান।

(যবনিকা পতন)